NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ শুধু বাজির ধোঁয়াই প্রাণীদের ক্ষতি করে না

আরামবাগে চিত্রগুপ্ত পুজোর পরেই ভাইফোঁটা ৫

কলকাতা ১৬ নভেম্বর ২০২৩ ২৯ কার্তিক ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৫৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 16.11.2023, Vol.17, Issue No. 154, 8 Pages, Price 3.00

শামির সাত উইকেট, বিরাট-শ্রেয়সের সেঞ্চুরি

ফাইনালে ভারত

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর: ১২ বছর পর আবার বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত। বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আয়ারের শতরান এবং মহম্মদ শামির সাত উইকেটে ভর করে নিউ জিল্যান্ডকে হারাল ভারত। রবিবার ফাইনাল আমদাবাদে।

রুদ্ধশ্বাস কিছু মুহূর্ত। টানটান উত্তেজনা। সমানে-সমানে লড়াই। সব পেরিয়ে অবশেষে স্বস্তি। ১২ বছর পর বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত। ১২ বছর আগে যে মাঠে ট্রফি জিতেছিল ভারত, সেখানেই ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে রোহিত শর্মার দল পাড়ি দিচ্ছে আমদাবাদে। আগামী রবিবার প্রতিপক্ষ কারা, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে আরও ২৪ ঘণ্টা।

এক যুগ পর ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। এক যুগ পর ফাইনালে ভারত। স্নায়ুর চাপ সামলে অবশেষে জয়। বোর্ডে ৩৯৭ রান! তারপরও দুর্দান্ত লড়াই নিউজিল্যান্ডের। বেশ কয়েক বার ভয়ের পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের। আসলে যে আগ্রাসী ক্রিকেট ভারত খেলে আসছে এবং সেমিফাইনালেও খেলেছে, একই পথে হাঁটল নিউজিল্যান্ডও। তাদের বিধ্বংসী ক্রিকেটের জবাব হয়ে উঠলেন মহম্মদ শামি। সেকেন্ড স্পেল শুরু করেন জোড়া উইকেট। ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে উঠলেন কুলদীপ যাদবও। ৭০ রানের জয়ে ফাইনালে টিম ইন্ডিয়া। আগে ব্যাট করে ভারত ৩৯৭ রান তোলার পর ওয়াংখেড়ের গ্যালারিতে কোণায় কোণায় উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল।

সেমিফাইনালের মতো মহা চাপের ম্যাচে নিউ জিল্যান্ড ৩৯৮ রান করে ভারতকে হারিয়ে দেবে এটা অনেকেই কল্পনা করতে পারেননি। কিন্তু ক্রিকেট মহান অনিশ্চয়তার খেলা বলেই কিউয়িদের ইনিংসের অন্তত ৪৩ ওভার পর্যন্ত গড়াল। ড্যারিল মিচেলের সঙ্গে জুটি গড়া কেন উইলিয়ামসন ফিরে গেলেও ততক্ষণে গ্লেন ফিলিপস বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠানো শুরু করে দিয়েছেন। যশপ্রীত বুমরার বলে তুলে খেলতে গিয়ে বাউন্ডারির ধারে রবীন্দ্র জাডেজা তুলে নেওয়ার পরেই আবার ওয়াংখেড়েতে উৎসব শুরু। মাঝের দুটো ঘণ্টা যেন উৎকণ্ঠার প্রহর গিয়েছে ৩৩ হাজার দর্শকদের মধ্যে।

কাকে ছেড়ে কাকে নায়ক বাছা যায় এই ম্যাচে। সেরার পুরস্কার হয়তো পাবেন একজনই। কিন্তু অন্তত তিনজনকে সেই পুরস্কার ভাগ করে দেওয়া গেলে তবেই হয়তো যোগ্য বিচার হত। বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আয়ার না থাকলে ভারতের রান ৩৯৭ ওঠে না। সে ক্ষেত্রে এই ম্যাচ নিউ জিল্যান্ডের জিতে যাওয়ার কথা। আবার মহম্মদ শামি না থাকলে কোহলি, শ্রেয়সের কৃতিত্বও দাম পায় না। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ছ'টি উইকেট নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

জয়নগরকাণ্ডে এখনও অধরা 'মূল মাথা' নাসির

২ দিন পর ঘরে ফিরছে ঘরছাড়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়নগরের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্কর খুনের জট ক্রমশ পাকাচ্ছে। তৃণমূল নেতা খুনের অভিযোগে ধৃত শাহারুল শেখের বয়ানে উঠে এসেছে নাসিরের নাম। শাহরুলের দাবি, সইফুদ্দিনকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন এই নাসিরই। মঙ্গলবার পর্যন্ত নাসিরের সম্পর্কে বিশেষ তথ্য ছিল না পুলিশের কাছে। কিন্তু পুলিশের সূত্রে বুধবার পাওয়া খবর অনুযায়ী, শাহরুল বয়ানে জানিয়েছেন যে, নাসিরের বাড়ি মন্দিরবাজার থানার টেকপাঁজা গ্রামে। পুরো নাম নাসির হালদার। কলকাতায় পুরনো জিনিসপত্র কেনাবেচার কাজ করতেন তিনি। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে নাসিরের পরিবার। তাঁর পরিবারের দাবি, নাসিরকে ইচ্ছা করে ফাঁসানোর জন্যই তাঁর নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। জয়নগরের ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই বলেও নাসির হালদারের পরিবারের দাবি। যদিও জয়নগরের তৃণমূল নেতা খুনের পর থেকেই নাসিরের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে, তৃণমূল নেতা খুনের ২ দিন পর গ্রামে ফিরছেন ঘরছাড়ারা। পুড়ে গিয়েছে ঘরবাড়ি। মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও নেই। তৃণমূল নেতা খুনের ২ দিনের পরেও থমথমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দলুয়াখাঁকি। ঘরছাড়া এখনও বহু। গ্রামবাসীদের চোখে মুখে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ। অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও সন্তানকোলে নিয়ে বুধবার বিকেলের দিকে গ্রামে ফিরলেন 'ঘরছাড়া'দের একাংশ। এলাকা যাতে ফের উত্তপ্ত না হয়ে ওঠে তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট পুলিশ ও প্রশাসন।

বুধবার বিকেলের দিকে অটোয় চড়ে মহিলা এবং শিশুদের গ্রামে ঢুকতে দেখা যায়। গ্রামে ঢোকার সময় মহিলাদের সঙ্গে ছিল সিপিএম নেতৃত্ব। তবে গ্রামবাসী ছাড়া অন্য কারোর গ্রামে ঢোকার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পুলিশ।

তৃণমূল নেতা খুনের পর ৪৮ ঘণ্টা কেটে গেলেও এখনও রহস্যভেদ করতে পারেনি পুলিশ। বুধবার ঘটনাস্থলে যান গোয়েন্দা আধিকারিকরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁদের একপ্রস্থ কথাও হয়। সিপিএমই সুপারি কিলার দিয়ে ওই তৃণমূল নেতাকে খুন করিয়েছে বলে দাবি ফিরহাদ হাকিমের। এখনও পর্যন্ত ধৃতকেই চলছে জোর জিজ্ঞাসাবাদ। এদিকে, সইফউদ্দিন লস্কর খুনের ঘটনাস্থল থেকে ২ কিলোমিটারের মধ্যে দুটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই বাইক দুটির মধ্যে একটির নম্বরপ্লেট ছিল। আরেকটি নম্বরপ্লেটবিহীন। নম্বরপ্লেট থাকা বাইকটির মালিক মসিউর রহমান বলেই দাবি। সে স্থানীয় সিপিএম নেতা আনিসুর রহমান ঘনিষ্ঠ। আর নম্বরপ্লেটবিহীন বাইকটি সিপিএম নেতা আনিসুর রহমানের বলেই দাবি তৃণমূলের।

'সামাজিক পদক্ষেপ' নেওয়ার বার্তা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়নগরের ঘটনায় এখনও অধরা মূল পান্ডারা। এলাকা থমথমে, ঘরছাড়া বহু মানুষ। তদন্তের কাজ এগোচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জয়নগর নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। 'হিংসার সংস্কৃতি' বলে উল্লেখ করে তাঁর বার্তা, রাজ্যের কোথাও কোথাও এ ধরনের সংস্কৃতি এখনও চলছে। তা বন্ধ করতে আইনি পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়, সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। বুধবার রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস শামিল হন ভাইফোঁটায়। সেখান থেকেই জয়নগরের পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন রাজ্যপাল। বললেন, 'আইন আইনের পথে চলবে, রাজভবনও তার কর্তব্য পালন করবে। হিংসার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধুমাত্র আইনি ব্যবস্থা নয়, সামাজিক পদক্ষেপ নিতে হবে। আগুন লাগানো, হুমকি দেওয়া এগুলো অপরাধের অংশ। এই রাজ্যের কিছু জায়গায় এই অপরাধের পরিবেশ আছে। তা বাংলার রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। অবিলম্বে এই হিংসার সংস্কৃতি বন্ধ করতেই হবে।'

মমতাদি'র বিরুদ্ধে চক্রান্ত সবকিছু দিয়ে রক্ষা করবেন

ভাইফোঁটা নিয়ে প্রতিশ্রুতি শোভনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাইফোঁটার দুপুরে এক বিরাট চমক। কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে হঠাৎ-ই হাজির হন শোভন চট্টোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে কপালে চন্দনের ফোঁটা নিয়ে বেরিয়ে আবেগে ভাসতে দেখা যায় শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। সক্রিয় রাজনীতিতে ফেরার প্রসঙ্গে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে গেলেও বারবার বুঝিয়ে দেন তৃণমূল থেকে বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে তাঁকে আলাদা করা যাবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে ফোঁটা নিয়ে বেরিয়ে শোভন জানান, 'আজ ভীষণ আবেগের একটা দিন। মমতাদির প্রতি শ্রদ্ধার দিন। মমতাদির আমার প্রতি যে অন্তরের ভালবাসা ও টান রয়েছে, তার কোনও বিকল্প হয় না। এটা উপলব্ধি করি।' তবে এবার ভাইফোঁটায় কী উপহার পেলেন শোভন বা তিনিই কী দিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে এই প্রশ্নের উত্তরে শোভন অবশ্য,'পার্থিব' উপহারের বদলে আত্মিক টানের উপহারকেই বেশি গুরুত্ব দেন। সঙ্গে এও জানান, 'পরিকল্পিতভাবে মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

একইসঙ্গে নাম না বিরোধীদের উদ্দেশেও বার্তা দিতে দেখা গেল শোভনকে। শোভনের কথায়, শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেউ কেউ পরিকল্পিতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আঘাত করছেন। তাঁদের উদ্দেশে শোভনের বার্তা, 'মমতাদির বিরুদ্ধে চক্রান্ত হলে, আমার মতো বাংলার বহু মানুষ নিজেদের কলিজা দিয়ে সবকিছুকে রক্ষা করবে। পরিকল্পিতভাবে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুর্বল করার চেষ্টা হয়, তাহলে বাংলার প্রভূত ক্ষতি হবে। কেউ সেই ক্ষতি পূরণ করতে পারবে না। মমতাদি পশ্চিমবঙ্গের উপর বটবৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে রেখেছেন। এই ছায়া যাতে কেউ কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে, তার জন্য আমি সবসময় তৈরি ছিলাম, এখনও আছি।' এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই শোভন বুঝিয়ে দিলেন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানও। সঙ্গে এও জানান, 'মমতাদি যখন সঙ্গে থাকেন, তখন বাকি কিছুর দরকার হয় না। আবার বাকি সব থাকল, কিন্তু মমতাদি যদি অভিমান করে থাকেন, সেগুলিরও কোনও মূল্য থাকে না।'

এদিকে এই মুহূর্তে উত্তপ্ত জয়নগর। আর এই দক্ষিণ ২৪ পরগনার দীর্ঘদিনের দায়িত্ব ছিলেন শোভন। বুধবার এই জয়নগর নিয়েও মুখ খুলতে দেখা যায় শোভনকে। এই প্রসঙ্গে তিনি জয়নগরের গোটা বিষয়টি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গেই বলেন, 'কোনও মৃত্যুই কাম্য ছিল না। নিশ্চয়ই সেটির একটি প্রতিঘাত হয়েছে। অপরাধীরাও ধরা পড়েছে।' সঙ্গে জয়নগরের তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিনকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে বলেই ধারনা তাঁর।

এই প্রসঙ্গে তুলে ধরেন, সংগ্রামপুর, টেকপাঁজা, নেত্রা এলাকার কিছু ঘটনাকে। জানান, '১৯৮৪-৮৫ সালে এখানে মানুষের মাথা কেটে ফুটবলের মতো গড়িয়ে পায়ে মারা হয়েছিল। সেখান থেকে পরিকল্পনা করে এসে, এভাবে রেইকি করে মার্ডার করেছে।' জয়নগরের এই ঘটনায় শোভনের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ, 'দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিরোধী শক্তি তাদের পায়ে পাতা বিন্দুমাত্র ডোবাতে পারবে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আমাদের সংগঠন অত্যন্ত শক্তিশালী। গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং পূর্ব, জয়নগর সর্বত্রই দেখবেন তৃণমূল অনেক সংগঠিত, শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ আছে। অনেক সময় ফুসকুড়ি থেকেও গ্যাংগ্রিন হয়ে যায়। তবে সেটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা।'

শতরানে শচিনকে টপকে ইতিহাসে বিরাট

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর: ইডেনে শচিন তেন্ডুলকরের বিশ্বরেকর্ড ছুঁয়ে ওয়াংখেড়েতে টপকে এককভাবে বিশ্বরেকর্ড নিজের দখলে নিলেন কোহলি। বিরাট কোহলি জানালেন শচিন তেন্ডুলকরের সামনে তাঁরই বিশ্বরেকর্ড ভাঙার অনুভূতি। শুধুই কি শচিন? কোহলির ক্রিকেটজীবনের বিশেষ দিনে গ্যালারিতে ছিলেন তাঁর স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাও। কিছুক্ষণ আগেই ৫০তম শতরান করে ভেঙে দিয়েছেন শচিনের এক দিনের ক্রিকেটে সব থেকে বেশি শতরানের বিশ্বরেকর্ড। 'ভাল, মনে হচ্ছে...।' কথার শুরুতেই কথা হারালেন কোহলি। কিছুটা থেমে আবার শুরু করলেন কোহলি। 'গ্যালারিতে শচিন পাজি ছিলেন। সেই মুহূর্তে কেমন অনুভূতি হচ্ছিল, এটা আমার পক্ষে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। গ্যালারিতে আমার জীবনসঙ্গী। আমার হিরো। না, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।' কথা বলতে গিয়ে কোহলির এমন বার বার আটকে যাওয়া দেখতে অভ্যস্ত নন ক্রিকেটপ্রেমীরা। সেই কোহলিই নিজের আদর্শের রেকর্ড ভাঙার পর যেন সব তালগোল পাকিয়ে ফেলছিলেন। ১৯.৪ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ভারত করে ১৫০ রান। আর এখানেই আরও এক নজির গড়ে টিম-ইন্ডিয়া। বিশ্বকাপের এক ইনিংসে যুগ্মভাবে তৃতীয় দ্রুততম ১৫০ রান। চলতি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচেই ধর্মশালায় অস্ট্রেলিয়া ১৪.৫ ওভারে বিনা উইকেটে ১৫০ করেছিল। ২০১১ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৯.১ ওভারে নাগপুরে ভারত ১ উইকেটে ১৫০ করেছিল। সেটা দ্বিতীয় দ্রুততম ১৫০ রানের নজির। নিউজিল্যান্ড আবার ১৯৯২ বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ১৯.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১৫২ করেছিল। ভারত এদিন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদেরই ৩১ বছর আগের রেকর্ড স্পর্শ করে।

ডোডায় খাদে বাস পড়ে মৃত কমপক্ষে ৩৯ জন

ক্ষতিপূরণ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

শ্রীনগর, ১৫ নভেম্বর: বড় দুর্ঘটনা জম্মু ও কাশ্মীরে। হাইওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে একটি যাত্রীবাহী বাস। যার জেরে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩৯ জন যাত্রীর। আহত ১৭। পিটিআই সূত্রে খবর, বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীরে ডোডা জেলার আসার অঞ্চলের কাছে। সেখানে কিস্তওয়ার থেকে জম্মুগামী ওই বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই বিষয়ে জম্মুর ডিভিশনাল কমিশনার রমেশ কুমার জানিয়েছেন, বাটোতে-কিস্তওয়ার জাতীয় সড়কে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। উলটে গিয়ে পড়ে ৩০০ ফুট গভীর একটি খাদে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উদ্ধারকারী দল দ্রুত সেখানে পৌঁছয়। এই ঘটনায় কমপক্ষে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। আহত ১৭।

জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের গুরুতর আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে হেলিকপ্টারে চাপিয়ে জম্মু হাসপাতালে ভর্তি করায় প্রশাসন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে মৃতদের পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এই দুর্ঘটনায় ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১৭ জন আহত। তাঁদের মধ্যে ছ'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।' গুরুতর আহতদের হেলিকপ্টারে করে জম্মুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হচ্ছে। সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই বাসটিতে ৫৫ জন যাত্রী ছিলেন। বাসটি জাতীয় সড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। ডোডার একটি খাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে বাসের চাকা পিছলে যায়। যাত্রীদের নিয়ে প্রায় ৩০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় বাসটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যায় পুলিশ, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। সাহায্য করেন স্থানীয়েরাও। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। বেশ কয়েক জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

এই দুর্ঘটনার খবরে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিং শোকবার্তায় বলেন, 'ডোডায় একটি মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি এবং দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসন এবং অন্যান্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-ও। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় একটি মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় মূল্যবান কতগুলো প্রাণ চলে যাওয়ার খবর পেয়ে আমি গভীর ভাবে মর্মাহত। যেখানে বাসটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে সেখানে উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

এক নজরে

দিল্লি-দ্বারভাঙা সুপারফাস্ট ট্রেনে আগুন

এতাহ, ১৫ নভেম্বর: মাত্র চার মাসের মাথায় ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ট্রেনে। উত্তরপ্রদেশে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে দ্বারভাঙা এক্সপ্রেস। আগুনের গ্রাসে চলে যায় তিনটি বগি। তবে কীভাবে আগুন লেগেছে তা স্পষ্ট নয়। আগুন ধরতেই বগি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েন যাত্রীরা। হতাহতের কোনও খবর নেই। বুধবার সন্ধেয় উত্তরপ্রদেশের এতাহ এলাকার সরাই ভূপত স্টেশনে কাছে দিল্লি-দ্বারভাঙা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে আগুন ধরে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। নয়াদিল্লি থেকে বিহারের দ্বারভাঙা যাচ্ছিল ট্রেনটি। পথে উত্তরপ্রদেশের এতাহতে একটি কামরায় আগুন লাগে। সেখান থেকে আগুন ছড়ায় তিনটি কামরায়।

ডেকে পাঠিয়ে থানায় যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মধ্য কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় ডেকে পাঠিয়ে এক যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ তুলল তাঁর পরিবার। এবং এই ঘটনার জেরে বুধবার সন্ধ্যা থেকে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে কলেজ স্ট্রিট। পরিবারের দাবি, চুরির মোবাইল কেনার অভিযোগে যুবককে ডেকে পাঠানো হয় থানায়। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন মারধরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছে পরিবার। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপির কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর সজল ঘোষ। অশোক সাউ নামের ওই ব্যবসায়ী যুবক একটি পানের দোকান চালাতেন।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

নৈহাটির কালীপুজোয় অভিনবত্ব টানছে দর্শককে

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত আর নৈহাটি। কালীপুজোর জাঁকজমকে পরস্পরকে টেক্কা দিতে জেলার দুই প্রান্তের এই দুই শহরের মধ্যে প্রতিবারই ঠান্ডা লড়াই চলে। নৈহাটির কালীপুজো ভীষণই জনপ্রিয়। কিন্তু থিমের চমক, আলোক সজ্জার পাশাপাশি বারাসতকে টেক্কা দিতে নৈহাটির তুরুপের তাস 'বড়মা'। নৈহাটি বড়মা কালী পুজোকে কেন্দ্র করে রয়েছে ব্যাপক উন্মাদনা। নতুন মন্দিরের উদ্বোধন এবং শতবার্ষিকী উদযাপনের কারণে এবার মন্দিরে অনেক বেশি ভক্ত সমাগম হচ্ছে। এর মধ্যে মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো দিতে আসেন। এছাড়াও নৈহাটিতে আরও ফাটাফাটি সব কালীপুজো, থিমের অভিনবত্বও ব্যাপক লোক টানছে।

■ **রেলওয়ে দিশারী মাঠ** - এই বছর নৈহাটি রেলওয়ে দিশারী মাঠের পুজো ৫০ তম বর্ষে পদার্পণ করছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্যবারের চেয়ে আয়োজনের বহর বেশ খানিকটা বেশি। এইবার তাদের থিম প্যারিসের অপেরা হাউজ।

■ **রেলওয়েল হকার্স ইউনিয়ন** - নৈহাটির অপর এক প্রথম সারির কালীপুজো কমিটি আইএনটিটিইউসি রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়ন। এই বছর তাদের থিম ডিজনিল্যান্ড। প্রসঙ্গত, এবার দুর্গাপুজোয় শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব এবং হাবড়ার একটি পুজ কমিটির থিমও ছিল এই ডিজনিল্যান্ড।

■ **নৈহাটি যুবক বৃন্দ** - এবার নৈহাটি যুবক বৃন্দের কালীপুজোর থিম তথা ভাবনা 'অনুভূতি'। নৈহাটির জান মহম্মদ ঘাট রোডে দেখা যাবে এই মণ্ডপ।

■ **নৈহাটি নিউস্টার ক্লাব** - দর্শনার্থীদের চমক দিতে নৈহাটি নিউস্টার ক্লাবের এবারের শ্যামাপুজোর থিম 'সোনার রথ'। প্রসঙ্গত, প্রতিবারেই কোনও না কোনও অভিনবত্ব থাকে তাদের পুজোয়।

■ **নৈহাটি দেশবন্ধু পল্লী** - এই বছর নৈহাটি দেশবন্ধু পল্লী ৭৫ বর্ষে পদার্পণ করছে। এবার শ্যামাপুজোয় তাদের থিম 'পুতুল নাচের ইতিকথা'।

■ **নৈহাটি দি লোহাঘাট পার্ক অ্যাসোসিয়েশন** - নৈহাটির আরও এক জনপ্রিয় কালীপুজো কমিটি এই নৈহাটি দি লোহাঘাট পার্ক অ্যাসোসিয়েশন। এই বছর তাদের থিম 'ওঁম'। মূলত দেবাদিবেব মহাদেবকে স্মরণ করেই তাদের এই থিম। মণ্ডপে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকবে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড।

■ **নৈহাটি তালপুকুর রোড** - এর আগে এই থিম করে দর্শনার্থীদের চমকে দিয়েছিল শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব। এবার সেই দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা দেখা যাবে নৈহাটিতে। আয়োজনে নৈহাটি তালপুকুর রোডের আমরা ক'জন ক্লাব।

■ **পাড়ার সবাই ক্লাব** - নৈহাটি রামকৃষ্ণ মোড় বড়দা ব্রিজের কাছে পাড়ার সবাই ক্লাবের এবারে নিবেদন 'স্বপ্নের দেশে'। এই বছর তাদের পুজে ২৬তম বর্ষে পদার্পণ করছে। পুজোয় বিশেষ আকর্ষণ ইচ্ছেপূরণের গাছ।

■ **বিজয়নগর কাঠগোলা পূজা কমিটি** - নৈহাটি ৭ নম্বর বিজয়নগর কাঠগোলা পূজা কমিটির এবারের 'থিম তুলির টানে রাজস্থান'। সেক্ষেত্রে নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এবারে তাদের মণ্ডপে একটুকরো রাজস্থানের ছোঁয়া পাবেন দর্শনার্থীরা।

■ **নৈহাটি যুবক সংঘ** - নৈহাটি যুবক সংঘের এবারের শ্যামাপুজোর থিম অর্জুনের লক্ষ্যভেদ। এই বছর ৬৭তম বর্ষে পদার্পণ করছে এই ক্লাবের পুজো।

এছাড়াও নৈহাটির গোপাল স্মৃতি সংঘের মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে কাল্পনিক খড়ের মন্দিরের আদলে। আমরা ক'ভাই ক্লাবের এবারের থিম চন্দ্রযান ৩। আর কেদারনাথের আদলে মণ্ডপ তৈরি করছে নৈহাটির কুমার সংঘ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৬ ই নভেম্বর । ২৯ শে কার্তিক , বৃহস্পতি বার, তৃতীয়া তিথী। জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ ২৯ শে কার্তিক যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি ,জমি,গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন ।যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজ ১৬ ই নভেম্বর পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে।এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে ।নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান ,মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ বৃহস্পতিবার এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে ,হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : আজ ১৬ ই নভেম্বর এক আনন্দ সংবাদ আসবে।পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে।আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি ,বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ ।দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ১৬ ই নভেম্বর শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খ ুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে।মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখ বর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : আজ বৃহস্পতিবার বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখ ান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী ।মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভূক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন ।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

CHANGE OF NAME

I, SHYAMAL KUMAR MANDAL, S/O Sasticharan Mandal residing at Vill - Debipur, P.O.-Debipur, P.S. Sagarpara, Dist - Murshidabad, PIN - 742306 do hereby declare vide affidavit filed in the court of Sub-Divisional Executive 1st Class Magistrate at Berhampore, Murshidabad dated 03.11.2023 that my actual and correct name is SHYAMAL KUMAR MANDAL and my late wife'-name is MOUSUMI MANDAL and these are recorded in the Aadhar cards but in my wife Late MOUSUMI MANDAL's death certificate, her name has been recorded as MOUSUMI MONDAL and my name as SHYAMAL MONDAL. SHYAMAL KUMAR MANDAL & SHYAMAL MONDAL is the same and one identical person and Late MOUSUMI MANDAL & Late MOUSUMI MONDAL is the same and one identical person.

I, **Kishwer Ahmed** W/o. Sikander Ahmed R/o Kalim Empire, Block-A, Flat No. 4A, at 4/1 Bechulal Road, P.S. Beniapukur, Kolkata- 700014, But wrongly my name has been recorded therein as **Kishwer Yusuf Ahmed** in my husband passport (P7227091) & My Son's Awarded Indian Certificate of Secondary (Class-X) - Year 2023. That the spelling of my name has been recorded therein as **Kishwer Ahmed** in my Aadhar (8949 2607 5641) & PAN. That in view of these mistake apparent from records the above-mentioned **'kishwer Yusuf Ahmed'** and **'kishwer Ahmed'** is the same and one person. That henceforth, it is in the interest of natural justice, in every place, in the spelling of my name, such mistake(s) may be rectified, by substituting 'Kishwer Ahmed" in Place of 'Kishwer Yusuf Ahmed". **Affidavit No. 26, Date: 08.11.2023**

হারানো প্রাপ্তি

বিগত ইংরাজী ০৭.১১.২৩ তারিখে আমার মক্কেল শ্রীমতী শাশ্বতী দাস, পিতা অমল কুমার সামন্ত সাং- MD-১৩ শান্তিকুঞ্জ গড়িয়া স্টেশন রোড, পোঃ গড়িয়া, থানা- নরেন্দ্রপুর, কলি-৮৪, হেফাজত হইতে ১৬৩২৪/১৯৯১ আসল Deed of Conveyance হারাইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে নরেন্দ্রপুর থানায় ডায়েরী করা হইয়াছে। ডায়েরী নং ৬৫৬ তাং ০৮.১১.২৩। যদি কোন ব্যক্তি খুঁজিয়া পান তবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় কিংবা আমার মক্কেলের ঠিকানায় উক্ত দলিলটি ফেরত দেন তাহলে উপকৃত হইব।

ধন্যবাদান্তে
Tapan Chakraborty, Advocate,
Alipur Criminal & Judges Court,
PS: Alipur, Kol-27, Ph: 91632 83346

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

উত্তরবঙ্গের ৫ জেলার জন্য ৫০০ কোটির দুটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলার জন্য প্রায় ৫০০ কোটি টাকার দুটি বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্প নিচ্ছে রাজ্য সরকার। প্রতি বছর বর্ষায় ভুটান থেকে জল নেমে এসে আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। আবার পাহাড়ে বেশি বৃষ্টি হলে ভেসে যায় উত্তর দিনাজপুর এবং মালদা জেলাও। একইসঙ্গে ডুয়ার্সে বা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে বেশি বৃষ্টি হলে বানভাসি হতে হয় দক্ষিণ দিনাজপুরকেও। কার্যত প্রতি বছর এই কারণেই উত্তরবঙ্গের এই ৫টি জেলার কয়েক লক্ষ মানুষ শুধু যে বন্যার প্রকোপের মুখে পড়েন তাই নয়, তাঁদের আর্থিক ভাবেও ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়। এবার এই ছবিটাই বদলে দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ৫টি জেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রায় ৫০০ কোটি টাকার দুটি বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। দুটি প্রকল্পের মোট খরচ ধরা হয়েছে ৪৯৬ কোটি টাকা। একটি প্রকল্প গড়ে উঠবে মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলাকে নিয়ে এবং অপর প্রকল্পটি গড়ে উঠবে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাকে নিয়ে। মূলত এই দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে নদীর পাড় বাঁধানোর কাজ করা হবে।

তবে এই প্রকল্পতে কেন্দ্র সরকারকেও যুক্ত করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণেই এই দুটি প্রকল্পের যে ঙ্গঞ্চট্র তৈরি হয়েছে তার একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের জলশক্তি মন্ত্রকের কাছে। মঙ্গলবার দিল্লিতে জলশক্তি মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই প্রকল্প নিয়ে রাজ্যের আধিকারিকদের একটি বৈঠকও হয়েছে। সেই বৈঠকে এই প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় তাদের মধ্যে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে কেন্দ্র ছাড়পত্র দিলে এই প্রকল্পটিও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গেই তালিকাবদ্ধ হবে। অর্থাৎ, এই প্রকল্পের মোট খরচের আংশিক দায়িত্ব কেন্দ্রও নিতে রাজি হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মহানন্দা, কুলহার এবং চিরামতীর মতো বেশ কয়েকটি নদীর ভাঙন রোধের কাজ শুরু হবে। তোর্সা ও জলঢাকার মতো নদীর পাড়ও বাঁধানো হবে।

আগামী বছরের শুরুতে সরকারি স্কুলগুলোতে নতুন ব্যাগ দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছরের শুরুতেই রাজ্যের সরকারি ও সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত স্কুলের পড়ুয়াদের নতুন ব্যাগ দেবে রাজ্য সরকার। জানা গিয়েছে, এবছর ১৭ লাখ ৬৮ হাজার স্কুলব্যাগের বরাত দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের নিজস্ব বিশ্ব বাংলা মার্কেটিং কর্পোরেশনকে এই ব্যাগের বরাত দেওয়া হয়েছে। এই বছরও পড়ুয়াদের বিশেষ ডিজাইনের নীল রংয়ের ব্যাগ দেবে স্কুলশিক্ষা দপ্তর। ওই ব্যাগ নিয়ে যাতে কোনওরকম অনিয়মের রুখতে বিশেষ সতর্কতাও নেওয়া হচ্ছে।

ব্যাগের গুণমান যাতে ঠিক থাকে, তার উপর বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। পড়ুয়াদের হাতে ব্যাগ তুলে দেওয়ার আগে তার গুণমান যাচাইয়ের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ব্যাগের মধ্যে ১০ কিলো ওজনের বই ঢুকিয়ে সেটাকে বেশ কিছুক্ষণ দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হবে।

তারপর ব্যাগটিকে এক মিটার উপর থেকে ফেলে দেখা হবে, সেটা কেমন থাকছে। লাঞ্চবক্স, পেন্সিল বক্স এবং ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স রাখার জন্য ব্যাগে একাধিক পকেট থাকবে। ব্যাগের উপরে থাকবে বিশ্ববাংলার লোগো। তার নীচে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কথাটি উল্লেখ থাকবে। ২০১৬-য় প্রথম রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াকে স্কুল ব্যাগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর থেকে ধারাবাহিকভাবে স্কুল পড়ুয়াদের ব্যাগ উপহার দেয় রাজ্য সরকার।

পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে প্ল্যান্ট করলেন সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর উপ-সংশোধনাগারে জলের সমস্যা বহুদিনের। এখানকার পানীয় জলে প্রচুর পরিমাণে আয়রণ থাকায় বিচারাধীন বন্দিরা পেটের অসুখে ভোগেন। পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর জন্য কিছুদিন আগে উপ-সংশোধনাগারের কারাধ্যক্ষ সাংসদকে অনুরোধ করেছিলেন। সেইমতো তাঁর সাংসদ তহবিলের ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট' তৈরি করে দিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। বুধবার তিনি উপ-সংশোধনাগারে বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন। এদিন সাংসদ জানান, উপ-সংশোধনাগারের বন্দিরা যাতে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা পান সেদিকে নজর রেখে হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে তিনি আরও ১০-১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করবেন। পাশাপাশি ব্যারাকপুর উপ-সংশোধনাগারের বন্দিদের জন্য তিনি একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্স প্রদানের আশ্বাসও দিলেন।

নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার! রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসীরা। ব্যারাকপুর শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের মুদি বাড়ি এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কতবেল তলা থেকে সেলামপুর পর্যন্ত ১.৬ কিমি রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগে বুধবার সকালে কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসীরা। তাদের অভিযোগ, ১৪ বছর বাদে এই বেহাল রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু খুব নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা গড়া হচ্ছে। গ্রামবাসীদের দাবি, পিচের আস্তরণ হাত দিয়ে টেনে উপড়ে ফেলা যাচ্ছে। রাস্তা নির্মাণ প্রসঙ্গে শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অরুণ ঘোষ বলেন, এটা পঞ্চায়েতের কাজ নয়। জেলা পরিষদের উদ্যোগে রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। বাসিন্দাদের ক্ষোভের কথা জেলা পরিষদে জানানো হবে।

বন্ধ হোক লাইফ সার্টিফিকেট গ্রহণে আউটসোর্সিং, দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'ব্যাংক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' মঞ্চ নাগরিক সমাজের একটি ফোরাম। যাঁদের লক্ষ্য ব্যাকিং ব্যবস্থার বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা করা। এই ফোরামে তরফ থেকে জন অভিযোগ এবং পেনশন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিংকে এক চিঠিতে ১ কোটি ২৫ লক্ষ পেনশনভোগীর জীবন শংসাপত্র অর্থাৎ লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি এক পরামর্শ দেওয়া হয়। কারণ, এই ১ কোটি ২৫ লক্ষ পেনশনভোগীর মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সরকার এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের পেনশনভোগীরা। এরেই রেশ টেনে ফোরামের তরফ থেকে দাবি করা হয়, 'আধার' এনেবলড পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সারা দেশে বিপুল জালিয়াতির ঘটনা ঘটছে। সেই কারণেই পেনশনারদের জীবন শংসাপত্র সংগ্রহের জন্য বায়োমেট্রিক পদ্ধতিকে আউটসোর্সিং করা বন্ধ হোক।

ভাইফোঁটার পর থেকে দুর্যোগের শঙ্কা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাইফোঁটার দিন থেকেই বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হচ্ছে নিম্নচাপ, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আর এই নিম্নচাপের জেরেই ভাইফোঁটার পরই বৃষ্টিপাতের জোরাল সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। এরেই মধ্যে দোসর হয়ে আরও আশঙ্কা বাড়াচ্ছে সাইক্লোন মিধিলি। যদিও মিধিলির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট বার্তা দিতে পারেনি আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে তা যদি সেটি সাইক্লোনে পরিণত হয় তাহলে তার নাম হবে মিধিলি। এদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার টাইফুন রিসার্চ সংস্থার তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে তৈরি হয়েছে আপার এয়ার সাইক্লোনিক সার্কুলেশন। বিশেষজ্ঞদের মতে এই মুহূর্তে বঙ্গোপসাগরের ওপর যা পরিস্থিতি তাতে পরপর দু'টি সাইক্লোন তৈরি হওয়া সময়ের অপেক্ষা। এই দুটির মধ্যে যে কোনও একটি অতি ভয়ঙ্কর সাইক্লোনে পরিণত হওয়ারও ক্ষমতা রাখে।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপ অবস্থান করছে বৃহস্পতিবার তা আরও শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর প্রভাবে রাজ্যের উপকূল বং উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এর জেরে বৃহস্পতিবার গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে হতে পারে বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়ায়। এরপর শুক্রবার গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এছাড়াও ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। এছাড়াও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়ায়।শনিবারও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে উপকূলের জেলাগুলিতে। বুধবার থেকে হাওয়া বদল হবে শহর কলকাতায়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে গণ ভাইফোঁটা ও মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্বকল্যাণে প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আদর্শকে পাথেয় করে সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রণব মন্দির গণ ভাইফোঁটা মিলনোৎসবের আয়জন করা হয়। স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ত্যাগের মহামন্ত্র এই দিন থেকে শতবর্ষ আগে গ্রহণ করেছিলেন। এদিন ১০০ জন ভাই ও ১০০ জন বোন মিলে গণ ফোঁটার আয়োজন হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ ব্লকের রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মন্মথপুর প্রণব মন্দির এই আয়োজনে

ভাই বোনদের জন্য ঐতিহ্য ও নিয়মানুযায়ী ফল মিষ্টির সঙ্গে সামান্য উপহার তুলে দেওয়া হয়। মন্মথপুর প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র-ছাত্রীরাও এতে অংশগ্রহণ করে। কানমারী প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরেও গণ ভাই ফোঁটার আয়োজন করা হয়।

কেন্দ্রীয় অনুদানে চলা মাটি পরীক্ষার শতাধিক কর্মীর পাশে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজের কাজ হারানো শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। এবারও সরকারের মানবিক মুখের সাক্ষী হলেন কেন্দ্রীয় অনুদানে চলা প্রকল্পে কাজ হারান মাটি পরীক্ষার শতাধিক কর্মী। তাঁরা রাজ্যের কৃষি দপ্তরে চুক্তিতে নিযুক্ত ছিলেন। এবার তাঁদের অন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করে কাজে ফেরাবার ব্যবস্থা করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এতে রাজ্যে ফের মাটি পরীক্ষার কাজে গতি আসবে।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পটি বন্ধ হওয়ার পর কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে কৃষিজমির মাটি পরীক্ষার কাজ করাতে হচ্ছিল। এবার বিভিন্ন জেলায় কৃষিদপ্তরের নিজস্ব ১৮টি ল্যাব এই কাজে পুরোপুরি ব্যবহার করা যাবে। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা নামে অন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে মাটি পরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে রাজ্যে। চুক্তিতে নিযুক্ত চাকরি হারানো কর্মীদের ফের এই কাজে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ন্যাশনাল মিশন ফর সাসটেইনেবল এগ্রিকালচার নামে একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে চুক্তিতে নিযুক্ত ১৩০ জন কর্মী কৃষিজমির মাটি পরীক্ষার কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত। রসায়ন অথবা কৃষিতে স্নাতক, এমনকী স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও আছে কারও কারও।

কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে চলা এই প্রকল্পের অধীনে ১৮টি ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়। কিন্তু ২০২০-২১ সাল নাগাদ প্রকল্পটি কেন্দ্র বন্ধ করে দিলে তৈরি হয় সমস্যা। মাটি পরীক্ষার কাজ অনেকটাই থমকে যাওয়ার পাশাপাশি চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মীরা কাজ হারান। রাজ্যের কৃষিদপ্তর বেশ কিছুদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল এদের ফের কাজে ফেরানোর জন্য। অবশেষে সেই প্রচেষ্টা সফল হতে চলেছে। ট্রজ্ঞু প্রকল্পেই পুরাতন কর্মীদের কাজে ফেরানো হচ্ছে। ইচ্ছুক প্রাক্তন কর্মীরা যোগ দেওয়ার পর প্রয়োজন থাকলে নতুন কর্মী নিতে বলা হয়েছে। ১১ হাজার টাকা মাসিক বেতনে এই কর্মীরা কাজ করবেন।

কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের বক্তব্য, কারও চাকরি চলে যাওয়ার ঘটনা খুব খারাপ। কেন্দ্র সরকার এই বিষয়ে মাথা না ঘামালেও রাজ্য সরকার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগে ছিল। পুরাতন কর্মীদের যাতে দ্রুত কাজে ফেরানো যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছিল।

সেই চেষ্টাই এবার দিনের আলোর মুখ দেখতে চলেছে। নতুন কাজে শ'খানেক পুরানো কর্মী কাজে যোগ দিতে রাজি হয়েছেন। চাকরিহারা কর্মীদের ফের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারি ফেডারেশনও।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৬ নভেম্বর ২৯ কার্তিক, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে একইসঙ্গে অমিতাভ, শাহরুখ, সলমন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিনেমাপ্রেমীদের জন্য দারুণ সুখ বর। ২৯ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চে এবার একসঙ্গে উপস্থিত থাকবেন অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান এবং সলমন খান । এই প্রথম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে হাজির থাকতে চলেছেন বলিউডের মেগাস্টার ত্রয়ী। আগামী ৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ২৯ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব।

বক্স অফিসে 'টাইগার থ্রি' মুক্তির পর থেকেই চুটিয়ে ব্যবসা করছে ভাইজানের এই সিনেমা। ইতিমধ্যেই চলচ্চিত্র উৎসবের সলমনের উপস্থিতির বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছে। নিশ্চিত করেছেন বলিউডের 'দাবাং' স্বয়ং। বলাবাহুল্য লোকসভা নির্বাচনের

(ফাইল চিত্র)

আগে বাংলার চলচ্চিত্র উৎসব হতে চলেছে কার্যত মেগা শো। আগেই নবান্ন সূত্রে অনিল কাপুর এবং অমিতাভ বচ্চন জয়া বচ্চনের উপস্থিতির বিষয়ে একটা নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে মুম্বই গিয়ে অমিতাভ বচ্চন এবং জয়া বচ্চনকে চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন। একইসঙ্গে শাহরুখ খান প্রতিবছরের মতো এ বছর যে প্রস্তুত থাকবেন, সে বিষয়ে একরকম আশ্বস্ত মুখ্যমন্ত্রী। এবার সলমন খানের উপস্থিতির বিষয়েও নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছে। ফলে এবার চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন কার্যত চাঁদের হাট হতে চলেছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছর ১৩ মে কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন সলমন। ১৩ বছর পর কলকাতায় এসে সরাসরি কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলেন 'সুলতান'। সেই সময়ই তিনি বলিউডের এই প্রখ্যাত অভিনেতাকে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সলমন সেই আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছিলেন।

ডেকে পাঠিয়েছিল পুলিশ, থানায় যাওয়ার পর যুবকের মৃত্যুতে উত্তেজনা

কলেজ স্ট্রিট চত্বরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশের মারে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ। তার জেরেই বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল কলেজ স্ট্রিট চত্বর। বুধবার ভাইফোঁটার সন্ধ্যায় পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিটে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখায় মৃতের পরিজনরা।

পুলিশের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলেছে মৃতের পরিবার। এদিকে বিক্ষোভের জেরে ওই রাজ্য স্তায় যান চলাচল কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। এদিকে পুলিশ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পুলিশের দাবি, যুবককে গ্রেপ্তারও করা হয়নি। মারধরও করা হয়নি। অভিযোগ, দিন কয়েক আগে একটি মোবাইল কিনেছিলেন অশোক সাউ নামে ওই যুবক। এর কিছুদিন পরই আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা থেকে ফোন করে মোবাইল ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয়। জানানো হয়েছিল, এটা চুরির মোবাইল। পরিবারের দাবি, এদিন সেই সূত্রেই থানায় গিয়েছিলেন অশোক।

এদিকে, এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপির কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর সজল ঘোষ। একই সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার ওসিকে অবিলম্বে অপসারনের দাবিও তুলেছেন তিনি। বুধবার এই ঘটনার খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান সজল।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বিজেপি নেতা মদন গুপ্ত তাঁকে থানায় যেতে বলেছিলেন এদিন। পুলিশ সূত্রে খ বর, থানায় কথা বলতে বলতে আচমকাই খিঁচুনি শুরু হয় তাঁর। থানার মধ্যেই জ্ঞান হারান। তখনই থানার পুলিশরা তাঁকে উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

চিকিৎসকরা তখন তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এর পরই হাসপাতালের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়ে মৃতের পরিবার-পরিজন। শুরু হয় বিক্ষোভ।পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ পিটিয়ে মেরেছে। এ প্রসঙ্গে বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ দাবি করেছেন, পরিবারের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে হবে। থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষিত করতে হবে। কমান্ড হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করাতে হবে।

যদিও এনিয়ে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। রাস্তা খালি করার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। পরিবারকে বোঝানোর চেষ্টা করছে তারা। পুলিশের দাবি, চুরির মোবাইল ফেরত দিতে এসেছিলেন যুবক। সেখানে অসুস্থ হয়ে যান তিনি। তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়নি। মারধরও করা হয়নি। অসুস্থ হওয়ার পর পুলিশই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

তলব না পেয়েও সিজিওতে ইডি অফিসে টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার ভাইফোঁটার দিন সাত সকালে ইডি দপ্তরে হাজির হলেন টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত চৌধুরীকে। এর আগে পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে একাধিকবার তলব করা হয়েছিল ইডি-র তরফ থেকে। গত ৭ ও ৮ নভেম্বর ইডি আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখিও হন প্রশান্ত। তবে এদিন তাঁকে ইডি দপ্তরে ফের দেখা যাওয়ায় জল্পনা শুরু হয়।

সূত্রের খবর, বুধবার সকালে ইডি দপ্তর থেকে ফাইল হাতে বেরোতে দেখা যায় প্রশান্ত চৌধুরীকে। তবে বাইরে এসে তিনি জানান, তাঁকে এদিন ডাকা হয়নি। তাহলে? প্রশ্নের উত্তরে জানান, 'তদন্তকারী আধিকারিক ছুটিতে রয়েছেন। আমাকে ফের কবে ডাকা হতে পারে তা জানার জন্যই আমি আজ এখানে এসেছিলাম। কনফার্ম হওয়ার জন্য আমি এসেছিলাম। কারণ সেই অনুযায়ী আমাকে কাজ করতে হবে। দেখা গেল উনি যেদিন

ফিরলেন, সেদিন অন্য কোনও কাজে আমি বাইরে রয়েছি। বলা হয়েছে পরে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হবে। জিজ্ঞাসাবাদ কিছু হচ্ছে না। আমাদের নথি জমা দিতে হচ্ছে। আমার সময় টিটাগড় পুরসভাতে ২৪০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল।'

প্রসঙ্গত, হুগলির প্রোমোটার অয়ন শীলের সল্টলেকের অফিস থেকে পাওয়া নথির ভিত্তিতে রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নামে ইডি। এই তদন্তের সূত্র ধরেই কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহা, বরানগরের অপর্ণা মৌলিক, দক্ষিণ দমদম পুরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্ত ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু রায় ইডি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েন। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, রথীন ঘোষ ও তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রর বাড়িতেও চলেছে ইডি তল্লাশি। উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক পুরসভার চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। এই তদন্তের অঙ্গ হিসেবেই তলব করা হয় টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত চৌধুরীকে। এই প্রসঙ্গে ৭ নভেম্বর প্রশান্ত চৌধুরী জানিয়েছিলেন, তাঁর বাজেয়াপ্ত করা মোবাইল ফোন থেকে তার সামনে ডাটা ট্রান্সফার করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এদিনও একই কথা বলতে শোনা যায় তাঁকে। তবে এদিন ইডি আধিকারিকরা তাঁকে তলব করেছিলেন কি না, সেই বিষয়টি এখ নও স্পষ্ট হয়নি।

বেহাল পাঁচটি গঙ্গার ঘাট সংস্কার সাংসদ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ছট পুজো আসলে সূর্য দেবের আরাধনা। পূর্ব ভারতের বিহার ও ঝাড়খণ্ডে এই পুজোর প্রচলন হলেও, বাংলায় ঘটা করেই পালিত হয় ছট পুজো। এবার ছট পুজোয় নতুন উপহার পেলেন জগদ্দলবাসী। বহুদিন ধরে বেহাল দশায় পড়ে থাকা জগদ্দলের মেঘনা মোড় সন্নিহিত পাঁচটি গঙ্গার ঘাট সংস্কার করালেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। ছট ব্রতীদের সুবিধার্থে তাঁর সাংসদ তহবিলের ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি পাঁচটি গঙ্গার ঘাট সংস্কার করে দিলেন। বুধবার ঘাটগুলির উদ্বোধন করেন সাংসদ। অর্জুন সিং বলেন, 'মেঘনার ঘাটগুলোতে ছট পুজোয় খুব ভিড় হয়। কিন্তু ভাঙনে পাড় গঙ্গার গর্ভে চলে গিয়েছিল। তাই গঙ্গা ভাঙন রোধে গার্ডওয়াল দিয়ে ঘাটে সিঁড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।' আগামীদিনে তিনি ঘাটগুলোর শোভা বর্ধন করার আশ্বাসও দিলেন। সাংসদের কথায়, 'ঘাটগুলো সাজিয়ে তুলতে আরও ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। এলাকার প্রবীণ মানুষজনের হাঁটা-চলার পথ তৈরি করা হবে। পর্যাপ্ত আলোর বন্দোবস্ত করা হবে।'

আনন্দপুরে হস্টেল থেকে উদ্ধার ছাত্রীর মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আনন্দপুরে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হল এক ছাত্রীর। বেসরকারি কলেজের হস্টেল থেকে উদ্ধার হয় দেহ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ছাত্রীর নাম সাবানা। ওই ছাত্রী বোকারোর বাসিন্দা হলেও পড়াশুনা করতেন হেরিটেজ কলেজে। সেখানকার বিএ স্নাতকের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, কলেজের হস্টেলেই থাকতেন তিনি। সহপাঠী ছুটিতে থাকায় সাবানা একাই ছিলেন হস্টেলে। বুধবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ হস্টেল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। আনন্দপুর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, আত্মঘাতী হয়েছেন তরুণী।

আনন্দপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামলেও ঠিক কী কারণে আত্মহত্যা করলেন সাবানা তা এখনও স্পষ্ট নয়। তরুণীর মৃত্যুর কারণ খ ুঁজতে তাঁর মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।খতিয়ে দেখা হচ্ছে তরুণীর কললিস্ট, মেসেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তরুণীর মৃত্যুর খবর তাঁর পরিজনদেরও জানানো হয়েছে। মৃত্যুর কারণ জানতে তরুণীর পরিবারের সঙ্গেও কথা বলছে পুলিশ।

প্রায় ৬০ কোটি টাকা ৬টি সংস্থার মাধ্যমে সরিয়েছিল বাকিবুর, দাবি ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশনের চাল ও গম হাতিয়ে সাড়ে ৫০ কোটি টাকা ৬টি সংস্থার মাধ্যমে সরিয়েছিল বাকিবুর রহমান, এমন তথ্যই সামনে আসছে ইডির তদন্তে। পাশাপাশি ইডি-র তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ওই সংস্থাগুলি থেকে ফের অন্য কোনও অ্যাকাউন্টে ওই টাকা কীভাবে সরানো হয়েছে, সেই তদন্তেও নেমেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এই তথ্যের ব্যাপারে রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে ধৃত প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককেও জিজ্ঞাসাবাদ ইতিমধ্যেই সেরেছেন ইডি আধিকারিকরা।

এদিকে ইডির তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, রেশনের চাল ও গম সরিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা হাতানোর মাস্টারমাইন্ড ছিল ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান। ইডি তদন্ত করে রেশন বণ্টন দুর্নীতির অন্যতম অভিযুক্ত বাকিবুর রহমানের তিনটি ভুয়ো সংস্থায় ২০ কোটি টাকারও বেশি লেনদেনের হিসাব পায়। ওই টাকা অন্য দু'টি সংস্থার মাধ্যমেও যে পাচার করা হয়েছে, সেই প্রমাণও পান ইডি আধিকারিকরা। কিন্তু এছাড়াও ইডি তদন্তে আরও ৬টি সংস্থার হদিশ পায়। ইডির দাবি, সংস্থাগুলি ভুয়ো ও টাকা সরানোর জন্যই এগুলি তৈরি করা হয়। এই সংস্থাগুলির অধিকর্তা হিসাবে কয়েকজনকে দেখানো হয়। বাকিবুর রহমান নিজেই ওই অধিকর্তাদের সংস্থাগুলির মাথায় বসায়। ওই সংস্থাগুলির মধ্যে কয়েকটি চালকল ও গমকল বা রেশন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। একটি সংস্থা জামাকাপড় কেনাবেচা ও অন্য একটি সংস্থা প্রোমোটিংয়ের সঙ্গেও জড়িত বলে গোয়েন্দারা জানতে পারবেন।

এদিকে ইডির গোয়েন্দারা তদন্তে নেমে এও জানতে পেরেছেন, ওই ৬টি সংস্থার মাধ্যমে ৫০ কোটি ৫০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৫০ টাকা সরানো হয়েছে। এর মধ্যে একটি চালকলের মাধ্যমে ১০ কোটি ৩০ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা সরানো হয়। আরও তিনটি সংস্থার মাধ্যমে ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ৯১ হাজার ৫০০ টাকা, ৭ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ১০০ টাকা, ১১ কোটি ৬৭ লক্ষ ১১ হাজার ১০০ টাকা সরিয়ে ফেলেন বাকিবুর ও তাঁর সহযোগীরা। এর পাশাপাশি জামাকাপড় কেনাবেচার সংস্থার নামে সরানো হয়েছে ১৪ কোটি ১৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৫০ টাকা। এছাড়াও একটি প্রোমোটিং সংস্থার মাধ্যমে বাকিবুর ৩ কোটি ১০ লাখ ৬ হাজার ৯০০ টাকা সরিয়ে ফেলে, এমনই অভিযোগ ইডির গোয়েন্দাদের।

এদিকে ইডির তরফ থেকে এমনটাও অভিযোগ, ওই ভুয়ো সংস্থা বা শেল কোম্পানিগুলির আসল মালিকের সঙ্গে কথা বলে কখনও সেগুলি নিজে কিনেও নিত বাকিবুর। এরপর সেগুলি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসত সে। যদিও সংস্থাগুলির অধিকর্তা নিজে হত না। তাঁর পরিচিত ব্যক্তি, আত্মীয়দেরও অধিকর্তা বানানো হত। ওই ৬টি সংস্থার কয়েকজন অধিকর্তাকে জেরা করে সংস্থাগুলি কিনে নেওয়ার ব্যাপারে তথ্য ইডি আধিকারিকদের কাছে আসে। সেই সূত্র ধরে রেশন বণ্টন দুর্নীতির বিপুল টাকা কীভাবে বাকিবুর রহমান নিজের ইচ্ছামতো সরিয়ে ফেলত, সেই তথ্য ইডি জানতে পারে। ইডির গোয়েন্দাদের মতো, এখনও পর্যন্ত রেশন বন্টন দুর্নীতিতে মোট ১১টি ভুয়ো সংস্থার সন্ধান পেলেও আরও কয়েকটি সংস্থার মাধ্যমে টাকা পাচার হয়েছে। সেগুলিরও সন্ধান চলছে বলে জানিয়েছে ইডি।

পিটিয়ে 'খুন' মোটর মেকানিককে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এক মোটর মেকানিককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল মানিকতলার এক গ্যারেজে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম অনিল রজ্জক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে পাওয়া খবর অনুসারে বছর সাতচল্লিশের অনিল ২১/১ ক্যানেল ইস্ট রোডের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অনিলের বাগমারি রোডে একটি গ্যারেজ রয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, সুকুমার দাস ও শিবা নামে দুই ব্যাক্তি মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ অনিলের গ্যারেজে আসে। সেখানে কিছু একটা বিষয় নিয়ে দু'পক্ষের ঝামেলা হওয়ার পরই গ্যারেজের মধ্যে ফেলেই অনিলকে বেধড়ক মারধর শুরু করেন। সঙ্গে পেটে লাথি মারা হয় বলে অভিযোগ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে এই তাণ্ডব।

এদিকে স্থানীয় দোকানিরা জড়ো হলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। তখনকার মতো স্থানীয় বাসিন্দারাই অনিলকে জল খাইয়ে প্রাথমিক শ্রুশুষা করে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। এরপর বুধবার সকালে বাড়িতে হঠাৎ পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন অনিল। সকাল ৮টা নাগাদ পরিবারের লোকজন তাঁকে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা, বেধড়ক মারের জেরে হয়তো পেটের ভিতরে কোনও অন্ত্রে মারাত্মক আঘাত লেগেছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। যদিও পুলিশে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি বলে জানা গিয়েছে। তবে পুলিশের তরফ থেকে অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু হয়েছে।

নিরঞ্জনে ডিজে আর বাজির আওয়াজে শব্দবিধি ভাঙার বৃত্ত সম্পূর্ণ কলকাতায়

শুভাশিস বিশ্বাস

কালী প্রতিমা নিরঞ্জনের শেষ দিনে শব্দ দৌত্য। এর আগে কালীপুজো উপলক্ষে গত রবিবার শহর জুড়ে চলে শব্দ তাণ্ডব। বুধবার কলকাতায় শব্দবাজি আর ডিজের যোগসাজসে শব্দাসুরের জন্য যেন ছিল খোলা এক মাঠ। কসবা, গড়ফা, হরিদেবপুর, বেহালা আর উত্তর এবং মধ্য কলকাতার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এদিন বোঝার উপায়ই ছিল না শধবাজি বা ডিজে বাজানো নিষিদ্ধ। মুহুর্মুহু শব্দবাজি ও ডিজে-র আওয়াজে সব কিছু যেন লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়ার অবস্থা।

এদিকে কালীপুজোর আগেই সবুজ বাজি পোড়ানো আর শব্দ দূষণ নিয়ে কড়া বার্তা দেওয়া হয় রাজ্য পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। সঙ্গে কালীপুজোতেও প্রশানের তরফ থেকে হুঁশিয়ারির সুরে জানানো হয়, ডিজে বাজানো যাবে না বলে। সঙ্গে এও জানানো হয়, পুজোর মধ্যে বা বিসর্জনের সময় ডিজে বাজালে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে। কিন্তু এই সব নিয়ম নীতিকে যে তোয়াক্কা করে না পুজো উদ্যোক্তারা, তা মালুম পাওয়া যায় সোমবার বিসর্জন শুরু হতেই। এইদিন বেশ কিছু বাড়ির কালী প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় যে শোভাযাত্রা বের করা হয় তাতে অত্যন্ত উচ্চস্বরে বাজাতে দেখা গেছে ডিজে। কলকাতার নানা অলিতে-গলিতে এই ডিজের আওয়াজে চরম অস্বস্তিতে পড়েন অনেকেই। এদিকে এই সব পুজোর উদ্যোক্তারা যেহেতু স্থানীয় এলাকায় 'মাসল ম্যান' হিসেবে পরিচিত সেইকারণে এলাকার কেউ টুঁ শধটি করারও সাহস দেখাননি। আর এই শব্দদূষণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার সাহস নিতে দেখাতে দেখা যায়নি স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকদেরও। শুধু তাই নয়, ডিজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফাটাতে দেখা গেছে শব্দবাজিও।

কালীপুজোতে শুধু শধবাজি বা ডিজে নয় কালীপুজোতে শহরবাসীর আরও এক মাথাব্যথা রাতের জলসা। এমনই এক জলসার খোঁজ মেলে কলকাতারই এক হাসপাতালের প্রবেশদ্বারের ৫০ ফুটের মধ্যেই। এই মঞ্চের পিছনেই নজরে আসে বিরাট এলইডি ডিসপ্লে

কালীপ্রতিমা নিরঞ্জন। ছবি: অদিতি সাহা

বোর্ডের। সঙ্গে মঞ্চ ঘিরে ছিল আলোকসজ্জা, জলসার অন্যান্য সরঞ্জাম। লেডি ডাফরিন ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে, রাজা রামমোহন রায় সরণির উপরে কালীপুজো কমিটির ওই মঞ্চেই এমনভাবে চলে জলসার প্রস্তুতি। এতে যে হাসপাতালের শিশু থেকে প্রসূতিদের যে নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথাই নেই পুজোর উদ্যোক্তাদের। এই প্রসঙ্গে মঞ্চ সাজানোর কাজে ব্যস্ত ক্লাবের এক সদস্যকে প্রশ্ন করায় তিনি নির্লিপ্ত ভাবে জানান, 'আজই শেষ দিন। বাইরের শিল্পীরা গাইবেন। বিসর্জনের আগে এ বছরের মতো আজ শেষবার একটু হুল্লোড় হবে।' তবে এই ঘটনায় হাসপাতাল সংলগ্ন চত্বরে জলসার আয়োজন কী ভাবে, সেই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠেছে। সেখানে মাইক বাজিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত জলসায় পুলিশি অনুমতি কী ভাবে মিলছে, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। আর এই জলসার জেরে মুখ থুবড়ে পড়ে ট্র্যাফিক ব্যবস্থাও। এতে নাকাল হতে হয় শহরাসীকে। এই প্রসঙ্গে এক পরিবেশকর্মী জানান, 'নিজেদের খুব অসহায় লাগছিল। সারা শহরেই যে এমন পরিস্থিতি হতে পারে, সেটা এবার সত্যিই কল্পনা করতে পারিনি। বিশেষ করে পর্ষদ-পুলিশের পক্ষ থেকে এত দাবি করার পরেও। শব্দ-আইন বলে যে কিছু আছে, তা দেখে মনে হচ্ছিল না। প্রকাশ্য রাস্তায় নিষিদ্ধ শধবাজি যেমন ফাটানো হয়েছে, তেমনই ডিজে বাজাতে বাজাতে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় গিয়েছে অনেক ক্লাব।' সব মিলিয়ে এটাই স্পষ্ট যে, কালীপুজোয় শধাসুরকে জধ করতে পারল না প্রশাসন।

বিচারপতির গাড়ির চালককে চড় মারলেন নওশাদের গাড়ির চালক!

জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতির গাড়িতে ধাক্কা নওশাদ সিদ্দিকির গাড়ির। প্রতিবাদ জানাতেই বিচারপতির গাড়ির চালককে 'চড়' বিধায়কের চালকের। ফলে এই ঘটনায় ফের অস্বস্তিতে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় কালিকাপুর এলাকায়। বিধায়ক-সহ তিন জনের বিরুদ্ধে গড়ফা থানায় জামিন অযোগ্য ধারায় দায়ের মামলা দায়ের হয়।

কলকাতার গড়ফা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে এই অভিযোগ উড়িয়ে দেন নওশাদ সিদ্দিকি। তাঁর দাবি, বিচারপতির গাড়ির চালক যেভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন তাতে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। পরিস্থিতি সামাল দিতে গাড়ি থেকে বিধায়ক নিজেও নেমে পড়েছিলেন। একইসঙ্গে নওশাদ জানান, মঙ্গলবার তিনি জয়নগর যাচ্ছিলেন। সেই সময় দেখেন তাঁর কনভয়ের গাড়িকে বারবার চেপে দেওয়ার চেষ্টা করছে একটি গাড়ি। বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। বিধায়ক জানান, তাঁর গাড়ির পিছন থেকে ওভারটেক করে এসে সামনে দাঁড়ায় ওই গাড়িটি। সেই সময় আতঙ্কিত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন নওশাদ। অন্য গাড়িতে ছিলেন এক ব্যক্তি ও এক মহিলা। তাঁদের ডেকে বিধায়ক জানান, তাঁদের গাড়ির চালক যেভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তাতে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। তবে ওই ঘটনার পর যে মামলা হয়েছে, তা তিনি জানেন না বলেই দাবি করেন নওশাদ।

এদিকে সূত্রে খবর, এই ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার দুপুরে।দুপুর ২ টো ৫৬ মিনিট নাগাদ দুই গাড়ির রেষারেষি চলে। পরে ধাক্কা লাগে বলে অভিযোগ। ইএম বাইপাসের ওপর দিয়ে দুটো গাড়িই যাচ্ছিল অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। কোনও ক্রমে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় গাড়ি দু'টি।

গাড়ি থেকে নেমে নওশাদের গাড়ির চালকের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন রেজিস্ট্রারের চালক। হাতাহাতিও হয় বলে অভিযোগ। বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষী বিচারপতির চালককে মারধর করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। গড়ফা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। এদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

পাহাড়ি এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কথা ভাবতে হবে

মোদি সরকার অমরনাথ যাত্রার প্রকল্পটিকে যতই পর্যটকদের স্বার্থে তৈরি করার কথা বলুক, কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এক অজানা বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। একমাত্র বিজেপি ছাড়া জম্মু ও কাশ্মীরের প্রায় সমস্ত বিরোধী দল তো বটেই, পরিবেশ বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের অনেকেই এই প্রকল্পের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের যুক্তি, এখানে রাস্তা নির্মাণ করে যান চলাচল করলে পরিবেশের পক্ষে তা মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি হলে তাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্যও নষ্ট হতে পারে, যা ভবিষ্যতে বড়সড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। যেমনটা হয়েছে উত্তরাখণ্ডের যোশিমঠে। গত জানুয়ারিতে সেই ছোট্ট জনপদে পাহাড় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে নেমে আসে রাস্তার উপর। অসংখ্য বাড়িঘর, মন্দির মাটির নীচে তলিয়ে গিয়েছে। যোশিমঠে সেই বিপর্যয়ের খবর শুনে ঘুম ভেঙেছিল সারা দেশের। হিন্দুদের অন্যতম ওই তীর্থক্ষেত্র উত্তরাখণ্ডের অন্যতম পর্যটনস্থল। প্রবল শীতের কামড়ে কাবু হয়ে গেলেও সেদিন ঘরছাড়া কয়েক হাজার মঠবাসী কার্যত একবস্ত্রে রাত কাটিয়েছেন খোলা আকাশের নীচে। পর্যটকদের কাছে এই পাহাড়ি রাজ্যের আর এক আকর্ষণ বদ্রীনাথও বারবার ভূমিধসের কবলে পড়েছে। এমন বিপর্যয়ের ছবি দেশের বিভিন্ন জায়গায় হয়েই চলেছে। কখনও সিকিমে, কখনও দার্জিলিং বা অন্যত্র। কোথাও কোথাও চোখের পলকে মাটিতে মিশে গিয়েছে বাড়ি-ঘরদোর রাস্তা। কিন্তু একগুঁয়ে মোদি সরকার অতীত থেকে শিক্ষা নিতে নারাজ! তাই যুক্তি খাড়া করে বলছে, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের দিকে নজর রেখেই কাজ হচ্ছে, আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। পর্যটনের স্বার্থে ভক্তসমাগম বৃদ্ধির বাসনায় মোদি সরকারের এহেন উদ্যোগে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন অনেকেই। তাঁরা মনে করছেন, এতে কাশ্মীরের পরিবেশ ধ্বংস হবে। কিন্তু হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা নাছোড়। স্রেফ মানুষের ভক্তিকে পুঁজি করতেই তারা মরিয়া। কিন্তু ইতিহাস কী বলছে? ভূমিধসের প্রায় প্রতিটি ঘটনারই মূল কারণ পাহাড় কেটে নির্মাণ। তার ফলে ভূমিধসে বিধ্বস্ত হয়েছে একাধিক পাহাড়ি জনপদ। যোশিমঠ ছাড়াও উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচলপ্রদেশে ভূমিধস, হড়পা বান, মেঘভাঙা বৃষ্টি অর্থাৎ বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের উপর নির্মাণ গড়ে তোলাকেই দায়ী করা হয়েছে। পাহাড় কেটে রাস্তা, সুড়ঙ্গ, বহুতল ভবন বা হোটেল নির্মাণের মতো ঘটনাগুলি সেখানকার বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যোশিমঠের চেয়ে অনেক বড় বিপর্যয় হতে পারে কেদারনাথে। যোশিমঠ যে হুড়মুড়িয়ে মাটির তলায় চলে যেতে পারে, তার আভাস ১৯৭৬ সালেই দিয়েছিল মিশ্র কমিটির রিপোর্ট। বলাই বাহুল্য, তা গ্রাহ্য করা হয়নি। পাহাড়ি এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে এমন নির্মাণ নিয়ে বহুবার সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞ পরিবেশবিদরাও। তা উপেক্ষা করা হয়েছে। অমরনাথের নির্মাণ পরিকল্পনার সূচনা লগ্নেই সেই আতঙ্কের কথা শোনা গিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, এই প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত ছাড়পত্র না নিয়ে বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। বিরোধীদের বক্তব্য, যেখানে পাহেলগাঁও, শোনমার্গ, গুলমার্গের মতো জায়গাগুলিতে নির্মাণ কাজের উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, ডাললেকের আশপাশে ঘরবাড়ি মেরামতির কাজেও অনুমতি দিচ্ছে না আদালত, সেখানে অমরনাথে যাওয়ার নতুন পথের পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব তো সরকারের। কিন্তু চোখের সামনে যোশিমঠ, বদ্রীনাথে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রোষের নজির থাকলেও তাতে টনক নড়ছে না মোদি সরকারের।

জিএসটি প্রসঙ্গে

দীপ্ত শংকর রায়

সাধারণভাবে জিএসটি (কোনো কোনো দেশে ভ্যাট নামে পরিচিত) কিন্তু বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই প্রচলিত আছে। অনেক দেশে জিএসটি অথবা ভ্যাট একটিমাত্র নির্দিষ্ট হারে সব দ্রব্য আর পরিষেবার থেকে নেওয়া হয়, আবার কিছু দেশে বিভিন্ন দ্রব্য বা পরিষেবার জন্য জিএসটি (বা ভ্যাট) এর বিভিন্ন হার চালু আছে আমাদের দেশের মতো। আমাদের দেশে জিএসটির পাঁচ রকম হার চালু আছে, যথা শূণ্য শতাংশ, পাঁচ শতাংশ, বারো শতাংশ, আঠেরো শতাংশ এবং আঠাশ শতাংশ। আমেরিকায়ও আমাদের দেশের মতোই বিভিন্ন হারে ভ্যাট নেওয়া হয়, যার সর্বোচ্চ হলো গিয়ে সাত দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ। রাশিয়ায় কিন্তু একটি মাত্র হারে সমস্ত দ্রব্য আর পরিষেবার ওপর ভ্যাট নেওয়া হয়, যা হলো দশ শতাংশ।

এটা তো আমাদের সবারই জানা, কর বা ট্যাক্স দু'রকম হয়, ডিরেক্ট ট্যাক্স (প্রত্যক্ষ কর) আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স (অপ্রত্যক্ষ কর)। এটাও আমাদের জানা আছে, যে সব করগুলোর ব্যয়ভার করদাতাকে নিজেকেই বহন করতে হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি অথবা সংস্থা সরকারের ঘরে কর জমা করেন তাঁরা নিজেদের তহবিল থেকেই সেটা জমা করেন সেই করগুলো হলো প্রত্যক্ষ কর, যেমন ইনকাম ট্যাক্স বা আয়কর। আবার যে করগুলোকে করদাতাদের নিজেদের তহবিল থেকে বহন করতে হয় না, মানে যে ব্যক্তি অথবা সংস্থা সরকারের ঘরে কর জমা দেন তিনি নিজের আয় অথবা লাভ থেকে সেই কর দেন না, বরং অন্যের কাছ থেকে আদায় করে সেই টাকাই সরকারের ঘরে কর বাবদ জমা দেন, সেই করগুলোকে বলা হয় অপ্রত্যক্ষ কর, যেমন জিএসটি।

ধরা যাক কোনো ওষুধের উপর জিএসটির হার হলো বারো শতাংশ। এখন, দেশের ধনীতম শিল্পপতি যদি একশো টাকা দামের কোনো ওষুধ দোকান থেকে কেনেন তবে তাঁকে জিএসটি বাবদ দিতে হয় বারো টাকা। অর্থাৎ তিনি একশো বারো টাকা খরচ করে ওষুধটা কেনেন। এই বারো টাকা সরকারের তহবিলে জমা হয় জিএসটি বাবদ দোকানদার বা ব্যবসায়ীর তরফ থেকে। আবার কোনো অত্যন্ত গরিব এবং অর্ধাহারে থাকা মানুষকে যদি কখনও সেই একই ওষুধ কিনতে হয়, তবে তাঁকেও কিন্তু একশো বারো টাকা খরচ করেই ওষুধটা কিনতে হবে। সুতরাং এটা পরিষ্কার, অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা দেশের সব স্তরের মানুষের ওপরই সমানভাবে প্রভাব ফেলে যেটা প্রত্যক্ষ কর ফেলে না। আয়করের আওতায় সবাই না পড়লেও কিন্তু জিএসটির আওতায় সবাই পড়েন, যাঁরা বাজার থেকে জিনিসপত্র অথবা পরিষেবা কেনেন (আমাদের দেশে বেশিরভাগ জিনিসপত্র এবং কিছু নির্দিষ্ট পরিষেবার ওপর জিএসটি চালু আছে)। জিএসটি আবার সাধারণত নেওয়া হয় একেবারে সাম্যবাদ মেনে, অর্থাৎ সবার জন্য সমান হার প্রযোজ্য।

যাইহোক আমাদের দেশে তো ১/৭/২০১৭ থেকে জিএসটি চালু হলো। আগে যে সব অপ্রত্যক্ষ করগুলো ছিল (যেমন ভ্যাট, এক্সাইজ ডিউটি, সার্ভিস ট্যাক্স ইত্যাদি) সেগুলো বাতিল করে তার বদলে শুধুমাত্র একটি অপ্রত্যক্ষ কর জিএসটি (অর্থাৎ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স) চালু হল। অন্য দিকে, আগে যেমন কেন্দ্র সরকার অপ্রত্যক্ষ করের হারগুলো বাড়াতে বা কমাতে পারতেন সংসদের বাজেটে, এবার সেই ক্ষমতাটা কিন্তু চলে এলো নবগঠিত জিএসটি কাউন্সিলের হাতে। জিএসটি কাউন্সিলে কেন্দ্র সরকারের ছাড়া বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা থাকেন, তাঁরা সবাই মিলে স্থির করেন কোন দ্রব্য বা পরিষেবার উপর কি হারে জিএসটি নেওয়া হবে। জিএসটি আদায়ের অর্থ আবার প্রায় আধাআধি ভাগে ভাগ হয়ে যায় কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলোর মধ্যে।

সাধারণভাবে জিএসটি (কোনো কোনো দেশে ভ্যাট নামে পরিচিত) কিন্তু বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই প্রচলিত আছে। অনেক দেশে জিএসটি অথবা ভ্যাট একটিমাত্র নির্দিষ্ট হারে সব দ্রব্য আর পরিষেবার থেকে নেওয়া হয়, আবার কিছু দেশে বিভিন্ন দ্রব্য বা পরিষেবার জন্য জিএসটি (বা ভ্যাট) এর বিভিন্ন হার চালু আছে আমাদের দেশের মতো। আমাদের দেশে জিএসটির পাঁচ রকম হার চালু আছে, যথা শূণ্য শতাংশ, পাঁচ শতাংশ, বারো শতাংশ, আঠেরো শতাংশ এবং আঠাশ শতাংশ। আমেরিকায়ও আমাদের দেশের মতোই বিভিন্ন হারে ভ্যাট নেওয়া হয়, যার সর্বোচ্চ হলো গিয়ে সাত দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ। রাশিয়ায় কিন্তু একটি মাত্র হারে সমস্ত দ্রব্য আর পরিষেবার ওপর ভ্যাট নেওয়া হয়, যা হলো দশ শতাংশ। অন্য দিকে আমাদের বিভিন্ন প্রতিবেশীদের মধ্যে চীনে পাঁচ রকম হার প্রচলিত আছে, যার সর্বোচ্চ হলো পাঁচ শতাংশ। পাকিস্তানে বিভিন্ন হারে বিক্রয় কর নেওয়া হয়, যার সর্বোচ্চ বারো শতাংশ। বাংলাদেশেও সেই রকম বিভিন্ন হার প্রচলিত আছে যার সর্বোচ্চ হলো দশ শতাংশ। তাই বলা চলে আমাদের দেশে জিএসটির এই উচ্চ হার নিয়ে প্রশ্ন উঠেই যায়। যে দেশের প্রায় চোদ্দ কোটি মানুষ অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকেন, সেই দেশের প্রধান অপ্রত্যক্ষ কর জিএসটির হার পৃথিবীর অন্যতম সর্বোচ্চ হওয়া উচিত কিনা সেটাই মূল প্রশ্ন।

এবার উচ্চহারে জিএসটির অসুবিধাটা বলছি। ধরা যাক কোনো ব্যক্তি পরিবারের সদস্যদের জন্য মাসে পাঁচটা করে সাবান কিনতেন। তিনি অপ্রত্যক্ষ করের হার বেড়ে সাবানের দাম বাড়ার ফলে হয়তোবা চারটের বেশি সাবান কিনতে পারছেন না। সুতরাং সাবান প্রস্তুতকারী সংস্থাটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আবার সাবান প্রস্তুতকারী সংস্থার লাভ কমে গেলে (বিক্রি কমে যাওয়ার কারণে) সেই সংস্থাটি স্বাভাবিকভাবেই কম টাকা আয়কর দেবে। আবার বিক্রি হওয়া সাবানের সংখ্যাটা যদি কমে যায়, তবে সরকারের তহবিলে জিএসটি জমা পড়বে প্রত্যাশার চেয়ে কিছু কম। অর্থাৎ জিএসটির হার বাড়িয়ে দিলেই যে সরকার সেই অনুপাতে লাভবান হবেন ঐকিক নিয়মে, বাস্তবে তা কিন্তু সম্ভব নয়। তাই পরোক্ষ করের হার পরিমিত রাখাটা মনে হয় বাস্তব সম্মত। হয়তো সেই কথা মাথায় রেখেই বিভিন্ন দেশের সরকার পরোক্ষ করের হার কম রাখেন, নয়তো কোন দেশেরই বা তহবিল বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই।

উঁচু হারে অপ্রত্যক্ষ কর কিভাবে সামগ্রিকভাবে বাজারের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সবাই জানেন আলুর ওপর কোনো জিএসটি নেই। ধরে নেওয়া যাক বাজারের কোনো আলু বিক্রেতা প্রতি কেজি আলুর ওপর তিন টাকা করে লাভ রাখেন নিজের সংসার প্রতিপালন করার জন্য। এদিকে আবার জিএসটি বেড়ে দেশের সামগ্রিকভাবে মূল্যবৃদ্ধির কারণে তাঁকে সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হয়তো বেশি টাকা খরচ করতে হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তখন তিনি সম্ভবত প্রতি কেজি আলুর ওপর তিন টাকার পরিবর্তে সাড়ে তিন টাকা করে লাভ রাখতে চাইবেন। বলতে চাই আলুর ওপর জিএসটি না থাকা সত্যেও জিএসটির কারণেও আলুর দাম বেড়ে যাওয়া সম্ভব। তাই বলা চলে অপ্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি দেশের সার্বিক মুদ্রাস্ফীতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মাঝে মধ্যে শোনা যায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নাকি সঠিক পরিমাণে জিএসটি জমা করছেন না, কর ফাঁকি দিচ্ছেন। আর সেই কারণেই নাকি জিএসটির হার কমানোর কথা চিন্তা করা যাচ্ছে না। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যায় সরকারের (এক শ্রেণীর) আমলা, আধিকারিক আর কর্মীর অক্ষমতার দায় সাধারণ মানুষকে বহন করতে হবে কেন।

অতীতে একবার বৈদ্যুতিন দ্রব্যের ওপর অপ্রত্যক্ষ করের হার কমানো হয়েছিল (জিএসটি চালু হওয়ার আগে)। খুব সম্ভব সরকারের লক্ষ্য ছিল অপ্রত্যক্ষ করের হার কমিয়ে যদি কোনো জিনিসের বিক্রির সংখ্যাটাই বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সরকারের অপ্রত্যক্ষ করের তহবিল কিছুটা উঠে আসবে। আর দেশের সার্বিক শিল্পোন্নয়ন হবে। সেভাবেও ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায়। মোদ্দা কথা হলো দেশের অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে একটা শেকল বা চেইনের মতো, বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বিচার করা উচিত নয়। তাই দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানুষের চাহিদা, দেশের জিডিপি গ্রোথ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের কথা মাথায় রেখেই অপ্রত্যক্ষ করের হার নির্ধারণ করা উচিত। চোখ বন্ধ করে শুধুমাত্র সরকারের আয় বাড়ানো যাবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই ধরনের নির্ণয় নেওয়া উচিত নয়। কারণ সাধারণ মানুষের হাতে অর্থের যোগান কমে গেলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হওয়া সম্ভব নয়।

শাশ্বত কথা

কর্তব্য কর্ম

অপরে কি বলিবে তাহা না ভাবিয়া সমস্ত কর্তব্য কর্ম করিবে-নিন্দা বা প্রশংসার দিকে লক্ষ্য রাখিবে না। হাতে কাজ করিবে, মুখে রাম রাম নাম করিবে, মনে মনে ধ্যান করিবে। সদগুরু ভিতর হইতে প্রেরণা দিয়া থাকেন। দুঃখ দিয়েই দুঃখ কাটিয়া যায়। অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারেই দুঃখভোগ ও সুখভোগ আসে। সেই সকল ভোগের মধ্য দিয়াই দিয়াই কর্ম্মক্ষয় হয় এবং দুঃখ কাটিতে থাকে। যোগীগণের সর্ব্বদা বিচার পূর্বক চলা উচিত। যদি যোগী নিজেকে মায়া হইতে মুক্ত রাখিতে না পারে তো তাঁহার যোগ কিরূপে রক্ষিত হইবে? সদগুরু লাভের আকাঙ্ক্ষা করিবে, কারণ সদগুরু লাভ করিলে হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রকাশিত হয় এবং অজ্ঞানান্ধকার নাশ প্রাপ্ত হয়।

— শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

মীনাক্ষী শেষাদ্রী

১৯৩০ *বিশিষ্ট সাঁতারু মিহির সেনের জন্মদিন।*
১৯২৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শ্রীরাম লাগুর জন্মদিন।*
১৯৬৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মীনাক্ষী শেষাদ্রীর জন্মদিন।*

শুধু বাজির ধোঁয়াই প্রাণীদের ক্ষতি করে না

শুভজিৎ বসাক

আলোর উৎসব দীপাবলী। ঘোর তামসিকতাকে দূর করতে প্রদীপ, নানারকম টুনি লাইট, মোমবাতি জ্বালিয়ে উৎসবকে আলোকিত করে তোলা হয়। একইসাথে সমান তালে বাজি পোড়ানোও চলতে থাকে। এতে নেমে আসে বিপত্তি। পরিবেশবিদদের মতে, বাজি পোড়ানোর ফলে যে সালফাইড মিশ্রিত ধোঁয়া নির্গত হয় তা পরিবেশের জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। এই ক্ষতিকারক বায়ু মানুষ, পশুপাখি সকলের জন্যই সমান প্রভাব ফেলে। শুধু তাই নয়, বাজি ফাটানোর বিকট শব্দে পশুপাখিদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। শব্দমাত্রার বাহুল্যের জেরে তা তাদের মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে। মৃত্যু অবধি নেমে আসে তাদের জীবনে। এই নিয়ে পরিবেশবিদ থেকে পশুপ্রেমী অনেকেই সরব হয়েছেন। প্রশাসনের তরফে সবুজ বাজি পোড়ানো ও তার বিক্রিতে জোর দিয়ে বাকি বাজিকে নিষিদ্ধ করা হয়।

এবারে কথা হল, শুধুই কি বাজির প্রভাবেই পশুপাখিদের মধ্যে জীবন সংশয়ের কারণ ডেকে আনতে পারে? পরিবেশ কি খালি বাজি পোড়ানোর জন্যই দূষিত হয়? দীপাবলী তো দু'দিনের অনুষ্ঠান আর বছরের বাকি ৩৬৩ দিন তো মানুষের হাতেই থাকে। অবাধে জলাভূমি ভরিয়ে, বড় বড় গাছ ও বনাঞ্চল কেটে সাফ করে নগরায়ন করে, নিষেধ সত্ত্বেও জলে প্লাস্টিকজাত দ্রব্য ফেলে জলপ্রাণীদের জীবনহানির কারণ হয়ে মানুষই দাঁড়াচ্ছে। এছাড়া ফাইভ জি-এর মত দ্রুতশালী নেটওয়ার্ক পরিষেবার প্রতিযোগিতা তো রয়েছে বিভিন্ন টেলিকম সংস্থাগুলির মধ্যে। এছাড়াও যানবাহনের সংখ্যাধিক্য হয়েছে আর একনাগাড়ে হর্ন বাজিয়ে ডেকে আনা হয় শব্দদূষণ। এবং এগুলি প্রত্যেকটিই জীবকূলের জন্য নিঃস্তব্ধ প্রাণঘাতী পর্যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা ঠিক, দ্রুতশীল নেটওয়ার্ক পরিষেবা, কলকারখানার দূষণ, বর্জ্য, গাড়ির ধোঁয়া পরিবেশে বৃদ্ধি হবে কারণ আধুনিকতার সাথে পা মেলাতে না পারলে পতন অবশ্যম্ভাবী। সময়ের সাথে যুগ বদলেছে। আধুনিকতায় সহজলভ্যতা মিশেছে, তাই তো আধুনিকতার কদর বৃদ্ধি পেয়েছে। সমুদ্রমন্থনেও বিষ উঠেছিল, অমৃতও তো উঠেছিল। অতএব আধুনিকতা এক মন্থন প্রক্রিয়া, সেখানে দূষণ বিষ ও অগ্রগতি অমৃত হিসাবে উঠে আসছে। দূষণকে ঠেকাতে মন্থন প্রক্রিয়া দমানো ইতিবাচক পদক্ষেপ নয়, তাকে দমাতে পারে মানুষের উর্বর বহুমুখী ভাবনা। সেইজন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন তৈরি করতে পারে এমন গাছের আধিক্য এবং একইসাথে তাকে কেটে যত্রতত্র অট্টালিকা তৈরি করা প্রতিরোধ করতে হবে, পুকুর ও কৃত্রিম জলাশয় যা নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের জোগান দেয় তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে সাথে সেগুলো না বুজিয়ে নগরায়নের বিকল্প ভাবতে হবে, প্লাস্টিক থেকে উদ্ভূত মাইক্রোপ্লাস্টিকের জলের সাথে মিশে বিক্রিয়া সম্পর্কে কড়া পদক্ষেপ এছাড়া ব্যাপকহারে টেলিকম সংস্থাগুলি যাতে দ্রুতশীল নেটওয়ার্ক পরিষেবা শর্তসাপেক্ষে চালাতে পারে, খেয়ালখুশি মত হর্ন বাজানোয় নজরদারি এসব কিছু সম্পর্কেই সারাবছর প্রশাসনকে তৎপর থাকতে হবে, কড়া হতে হবে কারণ এসবগুলোই পশুপাখি ও মানুষের ওপরে বাজি পোড়ানোর মতই শব্দ ও পরিবেশ দূষণ করে সমান ক্ষতি করে যাচ্ছে দৈনন্দিন পরিসরে।

এখানে উল্লেখ্য, কম বয়স্ক একটি গাছ বছরে প্রায় ৫ হাজার ৯০০ গ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে পারে। অন্যদিকে ১০ বছরের বেশি পুরনো গাছ বছরে ২২ হাজার গ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে পারে। সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, লন্ডন থেকে নিউইয়র্কে ৬ হাজার ৯১৮ মাইল বিমানের ফ্লাইটে প্রায় ১ দশমিক ৮ টন পর্যন্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। ওই পরিমাণ কার্বন শোষণের জন্য প্রায় শূন্য দশমিক বাহাত্তর একর বনভূমি দরকার। আবার ইউরোপিয়ান একজন নাগরিক প্রায় ১ হাজার ২০০ কেজি কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে নির্গমন করে যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে ওই ১ হাজার ২০০ কেজি কার্বন মোকাবিলার জন্য প্রায় চার দশমিক আট একর কার্বন ফুট প্রিন্ট দরকার। কিন্তু বাস্তবে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য প্রায় শূন্য দশমিক ২৩ একরের কার্বন ফুট প্রিন্ট রয়েছে, যা স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের বিশাল অন্তরায়।

অতএব পরিসংখ্যান ও বাস্তবিক খতিয়ান দেখলে বোঝাই যায় যে দীপাবলীতে অপর্যাপ্ত বাজি পোড়ানোই খালি নয়, সাথে অপরিকল্পিত নগরায়নও সমস্ত প্রাণীদের জীবনের ওপরে প্রভাব ফেলে যাচ্ছে আর এই সামগ্রিক বিষয়টাই আড়ালে থেকে যায়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চিত্রগুপ্তের পুজোর পরেই ভাইফোঁটা আরামবাগের বাতানলের সরকার পাড়ায়

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

হুগলি জেলার শেষ সীমায় অবস্থিত আরামবাগের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল বাতানল। ১২১ বছর ধরে চিত্রগুপ্ত পুজো করে আসছেন এই অঞ্চলের কায়স্থপাড়ায় প্রায় ১৮টি পরিবার। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হল না। রীতি মেনে হল যমের হিসাব রক্ষক তথা ঠাকুর চিত্রগুপ্তের পুজো। জানা গিয়েছে, এই বাতানল অঞ্চলের বাসিন্দা ভূপালচন্দ্র সরকার পাড়ায় চিত্রগুপ্তের পুজোর আয়োজন করেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। তখন এই এলাকায় তেমন বসতি ছিল না। গ্রামের মাটির রাস্তায় কাদা-জলে পরিপূর্ণ ছিল। তার মধ্যেই এলাকার সমস্ত কায়স্থ পরিবারকে একত্র করে তিনি পুজোর সূচনা করেন। বংশ পরম্পরায় আজও নিয়ম মেনে পুজো করছেন বর্তমান প্রজন্ম। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই পুজোয়

সমান অংশীদার। ভাইফোঁটায় চিত্রগুপ্তের পুজোয় দিয়ে ভাইদের দীর্ঘায়ু কামনা করেন এলাকার মহিলারা। এই বছর ভাই ফোঁটাতে তার ব্যতিক্রম হল না।

গ্রামের মানুষ আনন্দের সঙ্গে এই চিত্রগুপ্তের পুজোতে সামিল হয়েছেন। পাশাপাশি আরামবাগ ছাড়াও আশপাশের বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার বহু মানুষ চিত্রগুপ্তের পুজো দেখতে এসেছেন। এলাকার মানুষের দাবি, রাজ্যে মধ্যে কলকাতার একটি জায়গায় পর একমাত্র এই গ্রামেই পূজিত হন চিত্রগুপ্ত। তবে কলকাতার ওই জায়গায় পুজো হচ্ছে কিনা সঠিক ভাবে জানা যায়নি। চিত্রগুপ্ত নিজে ছিলেন কায়স্থ। স্বর্গরাজ্যে তাঁর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তিনি যমের হিসাব রক্ষক। সেখানে যমুনা তাঁর দাদা যমের দীর্ঘায়ু কামনা করে ফোঁটা দিয়েছিলেন। আর মানুষের আয়ুর হিসেব রাখার খাতা চিত্রগুপ্তের হাতে। তাই তাঁকে তুষ্ট করতে এখানকার বাসিন্দারা চিত্রগুপ্ত পুজোর প্রচলন করেন। তাঁদের ধারণা, চিত্রগুপ্তকে তুষ্ট করলে ভাইয়েরা দীর্ঘায়ু পাবেন। জানা গিয়েছে, গ্রামের মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি থেকে এলেও, গ্রামের বউরা কেউ বাপের বাড়ি যান না। তাঁদের ভাইরা আসেন ফোঁটা নিতে। সরকার বংশের বর্তমান প্রজন্ম শিলাদিত্য সরকার বলেন, 'আমরা খুব আনন্দ করি। ১২১ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ ভূপালচন্দ্র সরকার চিত্রগুপ্ত পুজো চালু করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, চিত্রগুপ্তকে তুষ্ট করতে পারলে ভাইয়েরা দীর্ঘায়ু লাভ করবেন। আমাদের পূর্ব পুরুষ হিসাবে তাই চিত্রগুপ্তকে পুজো করা হয়। অন্যদিকে ওই গ্রামেরই মহিলা দেবদত্তা দে বলেন, যতই কাজ থাকুক। সব ফেলে বাপের বাড়ি আসি। পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ইন্দ্রজিৎ সরকার বলেন, এই পুজোটার প্রতিষ্ঠাতা আমার দাদু ডঃ ভূপালচন্দ্র সরকার। বংশ পরম্পরায় এই পুজোটা হয়ে আসছে। এটা একটা পারিবারিক পুজো ছিল, আমরা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূত্রে চলে যাওয়ার জন্য পুজোটা পাড়ার পুজো হয়ে গেছে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় কাজে-কর্মে বাইরে থাকি এবং পুজোর সময় পুরো পরিবার নিয়ে চলে আসি পুজোতে আনন্দ করার জন্য।

সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুন করল স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিউটি পার্লারেই কাজ করার জন্যই জীবন দিতে হল গৃহবধূকে। বিউটি পার্লারের আড়ালে জড়িয়েছে পরকীয়া এবং বাজে ব্যবসায় এমন সন্দেহ করে স্ত্রীকে মালদা শহর থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধারালো চাকু দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পুখুরিয়া থানার সিমলা গ্রামে। রাতেই গৃহবধূ খুনের ঘটনার অভিযোগ পেয়ে তদন্তে যায় পুখুরিয়া থানার পুলিশ। ঘটনার পর অভিযুক্ত স্বামী সুজিত সিংহ তার এক বন্ধু পলাতক। তাদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধুর নাম সুপ্রিয়া সিংহ (৩২)। তার বাড়ি পুখুরিয়া থানার মনিপুর গ্রামে। সুজিত সিংহ মৃত গৃহবধূর দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী। এক বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। ওই গৃহবধূর প্রথম পক্ষের এক নাবালক সন্তান রয়েছে। বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই সুপ্রিয়া সিংহ শ্বশুরবাড়ি সিমলা গ্রাম ছেড়ে মালদা শহরে চলে আসেন তার তিন বছরের নাবালক পুত্র সন্তানকে নিয়ে। মালদার ইংরেজবাজার শহরে একটি বাড়িভাড়া নিয়ে থাকার পাশাপাশি বিউটি পার্লারে কাজ করছিলেন ওই গৃহবধূ। আর তাতেই দ্বিতীয়পক্ষের স্বামী সুজিত সিংহের মনে নানান বাজে চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। এরপরই মঙ্গলবার রাতে স্ত্রীকে ফোনে যোগাযোগ করার পর গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসে। সেখানেই অভিযুক্ত এক বন্ধুর সহযোগিতা নিয়ে এলোপাথাড়ি চাকু দিয়ে কুপিয়ে খুন করে গৃহবধূ সুপ্রিয়া সিংহকে।

মৃত গৃহবধূর পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, প্রথম পক্ষের স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল সুপ্রিয়া। কিন্তু সুজিত সিংহ কোনও কাজ করত না। স্ত্রীর ওপর হামেশাই সন্দেহ করত। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সুপ্রিয়া মালদার ইংরেজবাজার শহরে চলে আসে। সেখানে বিউটি পার্লারের কাজ শুরু করেন। কিন্তু সুজিতের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে যে তার স্ত্রী পরকীয়া অথবা দেহ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। আর এই ঘটনা জেরে স্ত্রীকে খুন করে অভিযুক্ত সুজিত সিংহ।

পুখুরিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, গৃহবধূ খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সুজিত সিংহের পাশাপাশি তার এক বন্ধু যুক্ত রয়েছে। দু'জনেই পলাতক। তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

আঞ্চলিক অফিস- দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামরা বাজার,
জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২০৬, ফোন- ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬
ই-মেইল আইডি: cmdurgro@centralbank.co.in

প্রেমিসেস প্রয়োজন

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর -এর **বাহির সর্বমঙ্গলা শাখার** জন্য নতুন প্রেমিসেস প্রয়োজন। উপযুক্ত পার্কিং স্পেস সহ বাজার সংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থিত বিল্ডিং এর প্রথম তলায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আগ্রহী বিল্ডিং মালিকদের, যাদের এই ধরনের নবনির্মিত বিল্ডিং / প্রেমিসেস অবিলম্বে বা ৩ মাসের মধ্যে ব্যাংকে হস্তান্তরের জন্য উপলব্ধ রয়েছে, তাদের বিল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ, ইজারা দলিলের অনুলিপি, অনুমোদিত মানচিত্র, প্রস্তাবিত মুল্য ইত্যাদি সহ তাদের সম্পূর্ণ পূরণ করা প্রস্তাব জমা দিতে হবে। পূরণ করা ব্যাঙ্কের ফর্মটি **৩০.১১.২০২৩ তারিখের মধ্যে** একটি বন্ধ খামে **আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুরে** জমা দিতে হবে। আপনি আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর বা নিকটস্থ **শাখা: কৃষ্ণপুর বা বর্ধমান** থেকে ফর্ম এবং অন্যান্য শর্তাবলী পেতে পারেন। কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার বা সকল টেন্ডার বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্কের সংরক্ষিত থাকবে।

ক্র. নং.	শাখার নাম	শাখার বিশদ	এলাকা
১.	বাহির সর্বমঙ্গলা	পিন - ৭১৩ ১০১, ব্লক - ১, জেলা - বর্ধমান	৮০০ -১০০০ বর্গফুট

তারিখ: ১৬.১১.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর
আঞ্চলিক প্রধান, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আঞ্চলিক কার্যালয়, দুর্গাপুর

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড
CIN: L27120WB1947PLC015767
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬

পাবলিক নোটিস

কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ সংশোধিত অনুযায়ী রুলস ২০ এবং ২২ -এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন ২০১৩-এর ধারা ১০৮, ১১০, এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, অনুযায়ী এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৪ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেডের ("কোম্পানি") সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে, কোম্পানি পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে সদস্যদের অনুমোদন চায় যার মধ্যে কোম্পানির রেজোলিউশনের জন্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়া ("ই-ভোটিং") পোস্টাল ব্যালট নোটিশ তারিখ ১০.১১.২০২৩ ("নোটিস")।

নোটিশ এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্মটি ১৫.১১.২০২৩ তারিখে সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা তাদের মেল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন, www.hul.net.in, এনএসডিএল অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com এবং বিএসই অর্থাৎ www.bseindia.com -এ পাওয়া যাবে। যে সদস্যরা পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাননি তারা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে লিখতে পারেন বা এর নকল পেতে kkg@hul.net.in -এ একটি ই-মেইল পাঠাতে পারেন।

০৩.১১.২০২৩ ("কাট-অফ তারিখ") তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারগুলিতে ভোটের অধিকার গণনা করা হবে এবং এই জাতীয় সদস্যরা ই-ভোটিং বা পোস্টাল ব্যালট ফর্মের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। ভোটের সময়কাল ১৬.১১.২০২৩, সকাল ৯:০০টায় শুরু হবে এবং ১৫.১২.২০২৩ বিকাল ৫:০০টায় শেষ হবে। এর পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। একইভাবে, এই তারিখ এবং সময়ের পরে প্রাপ্ত যেকোনো ডাক ব্যালট ফর্ম অবৈধ বলে গণ্য হবে। পোস্টাল ব্যালট ফর্মের মাধ্যমে ই-ভোটিং বা ভোট দেওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা যোগাযোগ করতে পারেন এনএসডিএল ই-ভোটিং টিমের সাথে ০২২ ২৪৯৯-৭০০০ এবং ০২২ ৪৮৮৬-৭০০০ নম্বরে অথবা ই-মেইল আইডি evoting@nsdl.co.in -এ এবং পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত সচিবালয় বিভাগের কাছে এনএসডিএল ই-ভোটিং টিমের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কোম্পানি তার নিবন্ধিত অফিসে বা ফোন নম্বর ০৩৩ ৪০৫৫ ৬৮০০ এ বা ই-মেইল আইডি kkg@hul.net.in -এ।

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড -এর পক্ষে
শিখা বাজাজ
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫.১১.২০২৩

আদিবাসীদের সঙ্গে ভাইফোঁটা অগ্নিমিত্রার

পৈত্রিক ভিটেয় ভাইফোঁটা মলয় ঘটকের

বুবুন মুখোপাধ্যায়

আসানসোল: নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে আদিবাসী গ্রামে ভাইফোঁটা দিয়ে উৎসব পালন শুরু করলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল।

এদিন আসানসোল দক্ষিণের পেটা-শালবনী গ্রামে আদিবাসী দাদা ও ভাইদের ভাইফোঁটা দিলেন অগ্নিমিত্রা পাল। তাদের মিষ্টিমুখ করালেন। ভাই ফোঁটার পর উপহার তুলে দিলেন গ্রামের মহিলা, শিশু এবং আদিবাসী ভাইদের হাতে। ভাই ফোঁটার পর ধামসা মাদলের তালে তালে পা মেলালেন বিধায়ক। অগ্নিমিত্রাকে হাতের কাছে পেয়ে গ্রামের বাসিন্দারা রাস্তা, পানীয় জল সহ কিছু সমস্যার কথা জানান তিনি সেই সব সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। অন্যদিকে ভাইফোঁটা পেয়ে খুশি গ্রামবাসীরা।

অপরদিকে দিদি ও বোনদের কাছে ভাইফোঁটা নিলেন আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। এদিন আসানসোলের চেলিডাঙার পৈতৃক বাড়িতে তিনি ভাইফোঁটা নিলেন। এর পাশাপাশি আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র তথা মলয় ঘটকের ভাই অভিজিৎ ঘটকও দিদি এবং বোনদের কাছে ভাইফোঁটা নিলেন।

পূর্ব বর্ধমানে সম্প্রীতির ভাইফোঁটা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর শ্রীরামপুর সর্বজয়া মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর ভবনে বুধবার সকালে সম্প্রীতির ভাই ফোঁটার আয়োজন করা হয়। রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে গত কয়েক বছর ধরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে আসছে। মুসলিম বোনেরা যেমন হিন্দু ভাইদের কপালে ফোঁটা দেন। তেমনই হিন্দু বোনেরা মুসলিম ভাইদের কপালে ফোঁটা দেন। উভয় জনেরাই তাদের ভাইদের মঙ্গল কামনা করেন। মন্ত্রী স্বপন বাবুর কথায় ধর্ম যার যার উৎসব সবার। তাই সম্প্রীতির উৎসবের সামিল হয়ে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়াই লক্ষ্য। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের কপালেও ফোঁটা দেন আজিজুন্নেসা খাতুন। হিন্দু ধর্মের এই অনুষ্ঠানের সামিল হতে পেরে খুশি মুসলিম বোনেরা। একই সঙ্গে মুসলিম ধর্মের ভাইয়েদের ফোঁটা দিতে পেরে আনন্দিত হিন্দু দিদি বোনেরা। অপর দিকে মন্ত্রীর এই সম্প্রীতির ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানকে কটাক্ষ করেন কাটোয়ার সাংগঠনিক বিজেপির জেলা সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ভাইফোঁটার নামে রাজনীতি করা হচ্ছে। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদের এনে ভাইফোঁটা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন রাজ্যের এক মন্ত্রী। মন্ত্রীর ফেসবুকে তার লাইভ সম্প্রসারণ দেখে মন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন তিনি। সম্প্রীতের নামে শুধুমাত্র একটা সম্প্রদায়ের মানুষকে এনে কেন ভাইফোঁটা দেওয়া হয়। মন্ত্রীর যদি ক্ষমতা থাকে তবে মসজিদে গিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করে দেখাক।

শ্রদ্ধার সঙ্গে জনজাতীয় গৌরব দিবস পালন গোঘাটের মিশন মোড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভারতের স্বাধীন আন্দোলনের অন্যতম নক্ষত্র তথা দেশপ্রেমী হলেন আদিবাসী মুন্ডা বিদ্রোহের নায়ক বিরসা মুন্ডা। ১৫ নভেম্বর আদিবাসী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বিরসা মুন্ডা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই দিনটিকে ভারত সরকার জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছে। এই গৌরব দিবসকে সামনে রেখে শ্রদ্ধার সঙ্গে হুগলির গোঘাটের বালি অঞ্চলের মিশন মোড়ে বিশেষ কর্মসূচি করলো বিজেপি। জনজাতীয় গৌরব দিবস পালনের মাধ্যমে দেশের জনজাতীয় ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব আর জনজাতি সমাজের উন্নয়নের সংকল্প নেয় বিজেপি নেতৃত্ব। মর্যাদার সঙ্গে বালির মিশন মোড়ে বিরসা মুন্ডার মুর্তিতে মাল্যদান করা হয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার জন্মদিন পালন করা হয়। উল্লেখ্য, ১৮৭৫ সালের এই দিনেই ঝাড়খণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন বীর বিরসা মুন্ডা। জমির মালিকানা থেকে সমাজ সংস্কার, সমাজে সকল বিষয়েই আমূল পরিবর্তনের বীজ পুঁতেছিলেন বিরসা। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা

আন্দোলনে তিনি আদিবাসী মুন্ডা সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯০০ সালের ৩ মার্চ ব্রিটিশ শাসকরা তাঁকে সহ ৪৬০ জনকে জামকোপাই অরণ্য থেকে বন্দি করে। বিচার চলাকালীন ৯ জুন, ১৯০০ সালে রাঁচি জেলে চিকিৎসার অভাবে ও ব্রিটিশ পুলিশ কর্তৃক অকথ্য অত্যাচারে শহিদ হয়ে যান বিরসা মুন্ডা। এই রকম এক দেশপ্রেমীককে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি বিরসা মুন্ডার আদর্শকে সামনে রেখে আগামী দিনে পথ চলার বার্তা দেয় বিজেপি নেতৃত্ব।

বৃদ্ধাশ্রমে আবাসিকদের মধ্যে ভাইফোঁটার আয়োজন কর্তৃপক্ষের

সোমনাথ মুখার্জি

অন্ডাল: অন্ডালের খান্দরা উদবর্তন বৃদ্ধাশ্রমে হল ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান। হাজির থাকলেন অতিথিরা। দেওয়া হল উপহার। ছিল মধ্যাহ্নভোজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও।

বৃহস্পতিবার প্রতিবছরের মতো এ বছরও খান্দরা উদবর্তন বৃদ্ধাশ্রমে ঘটা করে হল ভাইফোঁটা অনুষ্ঠান। এবারে ৭ বছরে পদার্পণ করল এই অনুষ্ঠান বলে জানান সংস্থার সভাপতি প্রকাশ সরকার। আবাসিকরা ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি ও আবাসিকদের পরিবারের সদস্যরাও। আবাসিক মহিলারা চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেন পুরুষ আবাসিক ও অতিথিদের কপালে। আশ্রম কর্তৃপক্ষ এদিন আবাসিকদের জন্য বিশেষ মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করে। সেই সঙ্গে মহিলা আবাসিকদের শাড়ি ও পুরুষ আবাসিকদের উপহার দেওয়া হয় নতুন বস্ত্র। আবাসনে বর্তমানে রয়েছে পুরুষ ও মহিলা মিলে ২৯ জন আবাসিক। এই আবাসিকদের নতুন বস্ত্র আবাসন কমিটির মহিলা সদস্য লছমি বক্সীর সহায়তায় দেওয়া হল। পাশাপাশি বৃদ্ধা শ্রমের তরফ থেকে আবাসনের মহিলা ও পুরুষ কর্মীদের হাতেও নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হল।

বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোসাবা: ১৪৮তম বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বুধবার গোসাবা ফুটবল মাঠে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন), মহকুমা শাসক সহ অন্যান্য অতিথিবর্গ। এদিন বিরসা মুন্ডার

জীবন কাহিনি নিয়ে একটি নাটিকা প্রদর্শিত হয়। আদিবাসী নৃত্যও পরিবেশিত হয়। পাশাপাশি বেশ কিছু আদিবাসী কৃতি ছাত্রকে সংর্বধনা জানানো হয়।

ধর্ম সম্প্রদায় ভুলে হিন্দু বোনের হাতে ফোঁটা নিল মুসলিম ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা...ভাইফোঁটার এই শুভ দিনে একই মঞ্চে হিন্দু মুসলিম সব সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে গণভাইফোঁটার আয়োজন অশোকনগরে। আর এই গণভাইফোঁটা অশোকনগর বাইগাছি সরদারপাড়া এলাকায়। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে বিগত বছরগুলির মতো এবছরও আয়োজন করা হয় গণ ভাইফোঁটার। যেখানে ভাইফোঁটা দেওয়ার জন্য বা ভাইফোঁটা নেওয়ার জন্য দেখা গেল সব সম্প্রদায়ের মানুষদের। একদম জাত পাত ভুলে গিয়ে হিন্দু - মুসলিম - আদিবাসী সব সম্প্রদায়ের মানুষ এদিন যেন এই অনুষ্ঠানকে ভাগাভাগি করে নিলেন। হিন্দু ঘরের মেয়ে তন্নিষ্ঠা ব্যানার্জি ফোঁটা দিলেন মুসলিম ঘরের ভাই জসীমউদ্দীনকে। আবার দেখা গেল নাসিরউদ্দিন মণ্ডলকে ফোঁটা দিলেন আদিবাসী ঘরের মেয়ে মন্দিরা সিং - রত্না মুন্ডা এরা। সবমিলে যেন এক সম্প্রীতির মেলবন্ধন দেখা গেল অশোকনগরের বাইগাছির এই ছোট্ট গ্রামে।

সাড়ম্বরে পালিত হল বিরসা মুন্ডার জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি ব্লকের সাহাড়িতে রাজ্যস্তরীয় ভাবে শহিদ বিরসা মুন্ডার জন্ম দিবস পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে সেখানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশা কর্মীদের সমবেত করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের পক্ষে বনদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, জেলাশাসক সুনীল আগারওয়াল, পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা, বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, দুলাল মুর্মু, দেবনাথ হাঁসদা সহ বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি আধিকারিকরা শহিদ বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করেন। অনুষ্ঠানে সাঁওতাল সমাজের কয়েকজন শহিদ বিরসা মুন্ডার সংগ্রামী জীবনের কয়েকটি দিক তুলে ধরেন।

অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লকের ফুলগেড়িয়ায় বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র ভারতী ঘোষ ও অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। ভাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে সেখানে গণ ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রেল স্টেশন চত্বরে দুর্বার মহিলা সমন্বয় সমিতির আয়োজনে সিউড়ি শহরের পুর প্রধান কে ভাইফোঁটা দিচ্ছেন সমিতির সদস্য।

ইমপেক্স ফেরো টেক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১২
কর্পোরেট অফিস : 'এসকেপি হাউজ', ১৩২এ, এস.পি. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৬
ফোন নং : +৯১-৩৩-৪০১৬৮০০০/৮১০০ ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-৪০১৬৮১৮৯/৮১৭০
ই-মেল আইডি: cs@impexferrotech.com ওয়েবসাইট: www.impexferrotech.com
CIN : L27101WB1995PLC071996

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত
	৩০-০৯-২০২৩	৩০-০৯-২০২২	৩০-০৯-২০২৩
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	২২০	৪,৫৮৪	২৫৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(২৩৪)	(৩,২৭৮)	(৫৮৪)
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(২৩৪)	(৩,২৭৮)	(৫৮৪)
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(২৩৪)	(৩,২৭৮)	(৫৮৪)
সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) [সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) এই সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(২৩৪)	(৩,২৮০)	(৫৮৪)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮৭৯৩	৮৭৯৩	৮৭৯৩
শেয়ার প্রতি আয় (বিশেষ দফা পূর্ব এবং পরবর্তী) (প্রতিটি ১০/- টাকা)			
মূল (টা.)	(০.২৭)	(৩.৭৩)	(০.৬৬)
মিশ্রিত (টা.)	(০.২৭)	(৩.৭৩)	(০.৬৬)

দ্রষ্টব্য :
(১) উপরের ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত ও পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত, ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটররা এই ফলাফলগুলির একটি সীমিত পর্যালোচনা করেছে। উপরে উপস্থাপিত তথ্য এই ধরনের পর্যালোচনা করা আর্থিক ফলাফল থেকে নেওয়া হয়েছে।
(২) উপরেরটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে সমূহে ফাইল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফম্যার্ট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.nscindia.com এবং www.bscindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.impexferrotech.com -তে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বা/-
শুভম ভগত
(চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
তারিখ: ১৪ নভেম্বর, ২০২৩
স্থান: কলকাতা

SBI STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH, SOUTH BENGAL
Jeevan Deep Building, 2nd Floor,
1, Middleton Street, Kolkata - 700 071, Phone : (033) 2288 4437,
Fax : (033) 2288 4302, E-mail : sbi.15196@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পদের বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণভাবে সাধারণ এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) **শ্রী শঙ্কর কুমার গুপ্তা এবং শ্রীমতি ললিতা দেবী**
ঠিকানা : শান্ত নিলয় অ্যাপার্টমেন্ট, ৩১, ভুজঙ্গ ধর রোড, পো. লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪, বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, অস্থাবর সম্পদ, অবস্থিত ই এম সম্পত্তি - **শ্রী শঙ্কর কুমার গুপ্তা এবং শ্রীমতি ললিতা দেবী,** ফ্ল্যাট নং ৩০৪, ৪র্থ তল, নিলয় অ্যাপার্টমেন্ট, পো. লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪, বিক্রি করা হবে "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে একটি লটে সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেসে বিক্রি করা হবে। আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে সিল করা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **৩১,০০০ টাকা**। পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : **০১.১২.২০২৩** তারিখ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় উল্লিখিত মতে অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এসএআরবি, সাউথ বেঙ্গল এর অনুকূলে **০১.১২.২০২৩ তারিখ** বিকেল ৪টার মধ্যে ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে **৫,০০০.০০ টাকা (ইএমডি)** সহ টেন্ডার জমা দিতে হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ একই দিনে এবং বিক্রয় **০১.১২.২০২৩** তারিখ সন্ধে ৫.৩০টার মধ্যে নির্ধারিত হবে।

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

বুদবুদের কোটা গ্রামে ভাইফোঁটার দিনে আয়োজিত হয় ভেলা ভাসান অনুষ্ঠান

সুজিত ভট্টাচার্য ● কাঁকসা

প্রতি বছরের মতো এবছরও মহা ধুমধামে আয়োজিত বুদবুদের কোটা গ্রামে ভাইফোঁটার দিনে ভেলা ভাসান অনুষ্ঠান। দেখতে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। এলাকাবাসীর কথায় এটাই এক ধরনের কার্নিভাল। প্রায় চারশো বছর ধরে কোটা গ্রামের এটাই রীতি। গ্রামে যে সমস্ত কালী পুজো হয়। তার সঙ্গে শিবের পুজো ও হরগৌরীর পুজো হয়। সেই সমস্ত মূর্তি কোটা গ্রামের একটি পুকুরে ভেলা বানিয়ে তার উপরে মূর্তি উঠিয়ে গোটা পুকুর প্রদক্ষিণ করা হয়। এটাই ভেলা ভাসান অনুষ্ঠান নামে

পরিচিত। ভেলা ভাসান দেখতে পুকুরের চারপাশে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়।

প্রতি বছরের মতো এবছরও বিকাল ৪টা থেকে শুরু হয় অনুষ্ঠান। সন্ধ্যায় সমস্ত দেব দেবীর মূর্তি পুকুরেই বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রাচীন কাল থেকে এটাই রীতি চলে আসছে গ্রামে। ভেলা ভাসান অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বসে মেলা। ৪ দিন ধরে চলে নানান অনুষ্ঠান। গ্রামের বাসিন্দা জগবন্ধু বাউড়ি জানান, গ্রামের সকলেই চাষবাস করেন। কয়েকশো বছর আগে গ্রামের চাষিরা মাঠের থেকে ফসল তুলে আনার পর গ্রামে কালীপুজোর সময় হরগৌরীর পুজো শুরু করেন। বেশ কয়েকটি বাড়িতে ও পাড়ায় শুরু হয় হরগৌরীর পুজো। চাষ করে গ্রামের মানুষের ফসল ভালো হওয়ায় তারা ভাইফোঁটার দিনে গ্রামের সমস্ত দেব-দেবীর মূর্তি ভেলায় চাপিয়ে ভেলা ভাসান অনুষ্ঠান করতেন। ধীরে ধীরে পুকুরের পারে মেলা শুরু হয়। সেই থেকে এই রীতি চলে আসছে এখানে। তবে এই অনুষ্ঠান দেখতে কোটা গ্রামের মানুষ ছাড়াও আশেপাশের বহু মানুষ মেলায় ভিড় জমান। শুধু হিন্দুরা নয়। হিন্দু, মুসলিম সহ অন্যান্য ধর্মের মানুষেরাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। গ্রামের বাসিন্দা লুৎফর রহমান জানিয়েছেন তাদের গ্রামের এইটাই ঐতিহ্য। ছোট থেকে তারা দেখে আসছেন ভেলা ভাসানো অনুষ্ঠান। তাদের পূর্ব পুরুষরা অনুষ্ঠান দেখে এসেছে এখন তারা দেখছেন আগামী দিনে তার ছেলেরা দেখবে। সব মানুষ এক জায়গায় জড়ো হয়। একটা আলাদা আনন্দ হয় এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে।

অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১২
কর্পোরেট অফিস : ১৩২এ, এস.পি. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৬
ফোন : ০৩৩৪০১৬৮০০০
ই-মেল: www.csankitmetal.com ওয়েবসাইট: cs@ankitmetal.com
CIN : L27101WB2002PLC094979

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত
		৩০-০৯-২০২৩	৩০-০৯-২০২২	৩০-০৯-২০২৩
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	২১,২৮২.০০	১৮,৭৪০.২৩	৪১,৫৭৪.৫৬
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(৯,৭০০.১০)	(১,১৫৩.০৫)	(১৫,০১৭.৩৭)
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পূর্ববর্তী কিন্তু ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৯,৭০০.১০)	(১,১৫৩.০৫)	(১৫,০১৭.৩৭)
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (কর পরবর্তী এবং ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৯,৭০০.১০)	(১,১৫৩.০৫)	(১৫,০১৭.৩৭)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) [সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) এই সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৯,৬৬৭.৯৮)	(১,১৩৭.২৭)	(১৪,৯৫৩.১৩)
৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪,১১১.০৫	১৪,১১১.০৫	১৪,১১১.০৫
৭.	পূর্ববর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)			
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)			
	১. মূল :	(৬.৮৭)	(০.৮২)	(১০.৬৪)
	২. মিশ্রিত :	(৬.৮৭)	(০.৮২)	(১০.৬৪)

দ্রষ্টব্য :
(১) উপরের ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত ও পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত, ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটররা এই ফলাফলগুলির একটি সীমিত পর্যালোচনা করেছে। উপরে উপস্থাপিত তথ্য এই ধরনের পর্যালোচনা করা আর্থিক ফলাফল থেকে নেওয়া হয়েছে।
(২) উপরেরটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে সমূহে ফাইল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফম্যার্ট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.nscindia.com এবং www.bscindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ankitmetal.com -তে।
(৩) ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাগুলি ইন্ড এএস রুলস/এএস রুলস অনুযায়ী লাভ-ক্ষতির বিবৃতিতে সমন্বয় করা হয়েছে, যেটি প্রযোজ্য।

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বা/-
শুভম ভগত
(চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
তারিখ: ১৪ নভেম্বর, ২০২৩
স্থান: কলকাতা

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড

CIN: L15520WB1960PLC024710
রেজি অফিস: ''এ্যালপে কোর্ট'' ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, প:ব:
ফোন: (০৩৩)২২৮১-৭০০১, ওয়েবসাইট: www.obl.org.in, ইমেল: cs@obl.org.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,৩০১	৩,২৯৮	২,৪৮০	৬,৫৯৯	৫,০৭৬	১০,৪১৫
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফা পূর্ব)	(৫৭১)	১০২	২০	(৪৬৯)	৫২	১৫৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	(৫৭১)	১০২	২০	(৪৬৯)	৫২	১৫৪
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি)কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	(৫৬০)	১১২	৫৩	(৪৪৮)	১০১	১৯৬
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	(৫৫৯)	১১২	৫৮	(৪৪৭)	১১০	১৯৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	১,৭০৩
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ₹ ১০/- মূল্যে) (বার্ষিকীকরণ হয়নি) মৌলিক এবং মিশ্রিত (₹)	(২৫.৯১)	৫.১৯	২.৪৫	(২০.৭১)	৪.৬৭	৯.০৬

দ্রষ্টব্য:
১ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের মেসার্স ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিঃ (দি কোম্পানি')-এর স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২ হোল্ডিং কোম্পানি ১৬ মে, ২০২৩ থেকে উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের অতিরিক্ত ব্যবসায়িক অঞ্চল পেয়েছে এবং দুর্গাপুরে একটি শাখা অফিস চালু করেছে। উপরের ফলাফলগুলিতে উল্লিখিত নতুন ব্যবসায়িক অঞ্চলের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৩ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের মধ্যে একটি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ক্ষতির পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে কোম্পানির ৫২৭ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
৪ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট উপরেরটি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহর ওয়েবসাইটসমূহ **www.bseindia.com** এবং **www.cse-india.com**-এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.obl.org.in** -এ পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লি:-র জন্য
স্বা/-
এন. কে. পোদ্দার
চেয়ারম্যান
DIN: 00304291

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪.১১.২০২৩

বিরসা মুন্ডার ১৪৮তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন হয় কাঁকসা ব্লকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বীর সংগ্রামী শহিদ বিরসা মুন্ডার ১৪৮তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন হয় কাঁকসা ব্লকের মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়ডোবা এলাকায়।

বুধবার দুপুর ১২টা নাগাদ শুরু হয় অনুষ্ঠান চলে সারাদিন। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেস্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য-সহ সভাপতি জয়জিৎ মণ্ডল, পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউড়ি-সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা।

কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ধুমধামের সঙ্গে বিরসা মুন্ডার ১৪৮ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়।

প্রথমে বিরসা মুন্ডার পূর্ণমূর্তিতে মাল্যদান করে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনার পর আদিবাসী সম্প্রদায়ের নানান অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দু'দিন ব্যাপী চলা আদিবাসী যুবকদের নিয়ে চলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় উইনার্স ও রানার্স দলের হাতে পুরস্কার হিসেবে ছাগল ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। ৫০০ জন অধিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে শীত কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

এছাড়াও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য যে সমস্ত উন্নয়ন মূলক প্রকল্প আছে তা প্রদান করার জন্য অনুষ্ঠান মঞ্চের পাশেই বেশ কিছু কাউন্টার খোলা হয়।

মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে দিদিরা সিঙ্গুরের বাড়িতে এসে ফোঁটা দিলেন

বনস্পতি দে

সিঙ্গুর: বুধবার রাজ্যের কৃষিজ বিপণন এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী বেচারাম মান্নার

বাড়িতে তাঁর সাত দিদির মধ্যে ছয়জন দিদি-সহ আরও খুরতুতো দুই দিদি ভাইফোঁটা দেন। মন্ত্রী প্রত্যেকে দিদির হাতে উপহার তুলে দেন এবং দিদিরাও ভাইকে আশীর্বাদ করার পাশাপাশি মন্ত্রী ভাইয়ের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। ভাইফোঁটা দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও তার বোনেরা। এই দিনটা একটা আলাদা দিন। এই দিনে মন্ত্রী বেচারাম মান্নার ছয় বোন (এক দিদি প্রয়াত) সকাল বেলা মন্ত্রী বেচারাম মান্নার বাড়িতে চলে আসেন এছাড়াও তার খুরতুতো মাসতুতো, পিসতুতো, জ্যাঠাতুতো বোনেরা আসেন তাদের ভাইকে ফোঁটা দিয়ে মিষ্টি খাওয়ান।

হিন্দু বোনের থেকে ফোঁটা নিয়ে সম্প্রীতির বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভাইফোঁটার মধ্য দিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মণ্ডল। ভাতৃদ্বিতীয়া এই দিনটিতে প্রত্যেক বোনেরা ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেন ভাইয়েরাও নিজেদের সাধ্যমত বোনকে উপহার দিয়ে থাকেন।

ভাইফোঁটার মধ্য দিয়েই এবার সম্প্রীতির বার্তা দিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা ধানশিমলা পঞ্চায়েত প্রধান ইউসুফ মণ্ডল। এদিন তিনি সোনামুখী ব্লকের আলমপুর গ্রামের বোন শিলা ভান্ডারীর হাতে ফোঁটা নিলেন। তবে এটাই প্রথম বছর নয়, গত কয়েক বছর ধরেই তাদের এই ভাই-বোনের সম্পর্ক অটুট রয়েছে। এ বাংলায় হিন্দু-মুসলিম উভয়েই ভাই ভাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় 'এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান, হিন্দু তার নয়নমণি মুসলিম তাহার প্রাণ।'

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মণ্ডল জানান, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। আমরা হিন্দু মুসলিম উভয়ে এক, সকলে একত্রিত হয়ে এই উৎসব পালন করলাম।

ভাইয়ের বাড়িতে ফোঁটা দিতে যাওয়ার সময়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু দিদির

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোঘাট: ভাইকে ফোঁটা দিতে বেরিয়েছিলেন দিদি, কিন্তু ভাইয়ের বাড়ি পৌঁছনোর আগেই সব শেষ। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দিদির। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাটের রাঙামাটি এলাকায়। মৃত ওই মহিলার নাম শেফালী আইচ (৬০)। তার বাড়ি ধনিয়াখালি এলাকায়।

জানা যায় ভাইফোঁটার দিন সকালে ধনিয়াখালি থেকে বাইকে করে স্বামী, স্ত্রী ভাইয়ের বাড়িতে ফোঁটা দিতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় স্পিড ব্রেকার পার করতে যাওয়ার সময় বাইক থেকে পড়ে যান শেফালী দেবী। দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কারণে আরামবাগ মহকুমা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাইকে করে স্বামী এবং স্ত্রী যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় হঠাৎই দ্রুত গতির কারণে স্পিড ব্রেকার কাছে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান শেফালী দেবী। ঘটনা নজরে আসতেই আশেপাশের মানুষেরা ছুটে গিয়ে রাজ্য সড়কের উপর গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। পাশাপাশি প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়।

এই বিষয়ে পরিবারের সদস্যরা জানান, বুধবার ভাই ফোঁটার দিন ভাইয়ের বাড়িতে ফোঁটা দিতে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। রীতিমতো এই ঘটনায় পরিবারের শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আমতলার যানজটের প্রধান সমস্যা বেআইনি গাড়ি পার্কিং

দেবাশিস দে ● আমতলা

দক্ষিণ শহরতলীর আমতলার যানজটের কথা সর্বজনবিদিত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্পর্কে বহুবার প্রশাসনিক মিটিং গুলিতে এ বিষয়ে সরব হয়েছেন। সংবাদমাধ্যমেও এ নিয়ে বহুবার বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আমতলার যানজটের মূল কারণ যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহলে দেখা যাবে অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ হলো বেআইনি গাড়ি পার্কিং। ১১৭ নং জাতীয় সড়ক, আমতলা-বারুইপুর রোড ও আমতলা নিবারণ দত্ত রোড, যেদিকেই তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে রাস্তার দুটি পাশ শুধু বেআইনি পার্কিংয়ে গাড়ি ভর্তি। স্বাভাবিকভাবেই, গাড়ি চলাচলের রাস্তায় যদি দু চাকা ও তিন চাকা গাড়ি বেআইনিভাবে পার্কিং করে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হবে তাহলে সেই পথে যাতায়াত করা বড় গাড়িগুলোর রাস্তা অনেক ছোট সরু হয়ে যায়। ফলস্বরূপ জাতীয় সড়কের ওপর নিত্যদিন যানজট লেগেই থাকে। এই বেআইনি গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা অপসারণের কোন উদ্যোগ সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয় না। এমনটাই অভিযোগ এলাকা বাসিন্দা ও দোকানদার ব্যবসায়ীদের। তাদের আরো অভিযোগ মাঝে মধ্যে পুলিশের তরফ থেকে এক আধবার এর বিরুদ্ধে অভিযান করা হয় বটে কিন্তু তা খুবই অনিয়মিত অর্থাৎ যখন এই অভিযান করা হয় তখন কিছুটা বন্ধ হলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। এই সম্পর্কে এক নিত্য বাসযাত্রী অমিত দাস বলেন, আমি প্রতিদিন ডায়মন্ড হারবার থেকে বাসে কলকাতায় আমার কর্মস্থলে পৌঁছাতে এই রাস্তা স্তাই ব্যাবহার করি। সমগ্র পথটা অতিক্রম করতে যেখানে সময় লাগে সাড়ে তিন থেকে চার ঘন্টা, সেখানে শুধু আমতলা এলাকাটা পার হতে প্রায় কম-বেশি এক ঘন্টা সময় কেটে যায়। তিনি আরও বলেন, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, আমতলা এলাকার এই যানযটের মূল কারণ বেআইনি গাড়ি পার্কিং। তার অভিমত হলো, যেদিন কোন কারণে এই বেআইনি রোড সাইড পার্কিং এ গাড়ির সংখ্যা একটু কম থাকে সেই দিন খুব সহজেই আমতলার এই যানজট পেরোনো যায়। এই বেআইনি গাড়ি পার্কিং এ রাখা এক গাড়ির মালিক শেখ সুজাউদ্দিন বলেন, 'আমি সুদুর ১৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে উস্তি গ্রাম থেকে মোটরসাইকেলে আমতলায় এসেছি কিছু প্রয়োজনীয় কেনাকাটার জন্য কিন্তু এখানে অনুমোদিত পার্কিং লট কোন নেই। স্বাভাবিকভাবেই আমাকে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বেআইনি ভাবে গাড়ি পার্কিং করতে হচ্ছে। এটা আমার পক্ষে খুবই অস্বস্তিদায়ক। অবিলম্বে এলাকায় অনুমোদিত পার্কিং লট খোলা উচিত।' প্রায় একই দাবি তুললেন পৈলানের পানাকুয়া থেকে আসা আরও একজন দুই চাকা গাড়ির মালিক জগন্নাথ কাঁড়ার। আমতলা চৌরাস্তা এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, আমরাও চাই আমতলায় একটি নির্দিষ্ট পার্কিং জোন তৈরি করা হোক। যেখানে দুই চাকা গাড়ি ও অন্যান্য গাড়ি পার্কিং করার ব্যবস্থা থাকবে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনের এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। আমতলা এলাকার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুভ্রা ঘোষ বলেন, 'আমি সবেমাত্র দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছি। এই বিষয়ে পঞ্চায়েতের সকলের সঙ্গে আলোচনা করে কোনও সমাধান বের করা যায় কিনা সেটা দেখব। এই সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান যাতে করা যায় সেই চেষ্টা সকলে মিলে করতে হবে।' সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর বলেন, 'আমতলা এলাকার পার্কিংয়ের সমস্যা দীর্ঘদিনের। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের মধ্যে অনেকবার আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের সচেতনতাও অভাব আছে। একে তো জায়গার অভাব তার ওপর মানুষও অসচেতন। এই সমস্যা সমাধানে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবহণ দপ্তর যে নতুন বাস টার্মিনাস করেছে সেখানে যদি কিছুটা অংশে পার্কিং লট করা যায় কিনা সেই দিকটাও আমরা চিন্তা ভাবনা মধ্যে রেখেছি।' আমতলা বাজারের ভবিষ্যতের উন্নয়নের স্বার্থে স্থানীয় বাসিন্দা ও দোকানদার-ব্যবসায়ীরা এই সমস্যা সমাধানে কোনও অজুহাত শুনতে নারাজ। তাদের বক্তব্য যেভাবেই হোক আমতলা এলাকার যানযট সমস্যার আসু সমাধানের জন্য বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

সিমপ্লেকস্ ইনফ্রাস্ট্রাকচারস্ লিমিটেড

রেজি. অফিস : ''**সিমপ্লেক্স হাউস**'', ২৭, শেক্সপিয়র সরিণ, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : +৯১ ৩৩ ২৩০১-১৬০০, ফ্যাক্স : +৯১ ৩৩ ২২৮৯-১৪৬৮
ই-মেল: simplexkolkata@simplexinfra.com, ওয়েবসাইট: www.simplexinfra.com
CIN No. L45209 WB1924PLC004969

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	২৫,২৬৮	৩১,৫৬৪	৪৩,২৫৯	৫৬,৮৩২	৮৫,৪৮০	১৫৮,৭৫৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	(১,০৮৪)	(২৩,০১৫)	(২০,৭৭১)	(২৪,০৯৯)	(৪১,৪০৯)	(৮৬,০২২)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১,০৮৪)	(২৩,০১৫)	(২০,৭৭১)	(২৪,০৯৯)	(৪১,৪০৯)	(৮৬,০২২)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৭২৪)	(১৫,০৬৪)	(১৩,৬৪২)	(১৫,৭৮৮)	(২৭,২০৪)	(৫০,৬২৪)
৫	মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য	(২৩৯)	(১৫,২০০)	(১২,৪২১)	(১৫,৪৩৯)	(২৪,৩৮৭)	(৪৮,৩৭২)
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ₹২/-)	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)						২৭,৪৭৬
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ₹২/-) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	ক) মৌলিক (₹)	(১.২৭)*	(২৬.৩৬)*	(২৩.৮৮)*	(২৭.৬৩)*	(৪৭.৬১)*	(৮৮.৫৯)
	খ) মিশ্রিত (₹)	(১.২৭)*	(২৬.৩৬)*	(২৩.৮৮)*	(২৭.৬৩)*	(৪৭.৬১)*	(৮৮.৫৯)

* বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং ৫২ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com, www.nseindia.com, এবং www.cse-india.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.simplexinfra.com -তেও পাওয়া যাবে।

খ) সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৫২(৪) -তে উল্লেখিত অন্যান্য দফার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-তে অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং কোম্পানিরত, আর তা অধিগম্য হবে যথাক্রমে www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com এবং www.simplexinfra.com -তে।

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	কনসোলিডেটেড					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৩১,৮০১	৩৯,৯৩৬	৪৯,৬২১	৭১,৭৩৭	১০৫,৬৬২	১৯৬,১৮৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	(১,০৯৭)	(২২,৯৪৬)	(২০,৬৯৪)	(২৪,০৪৩)	(৩৭,৮৫৯)	(৮২,৪৫৬)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১,০৯৭)	(২২,৯৪৬)	(২০,৬৯৪)	(২৪,০৪৩)	(৩৭,৮৫৯)	(৮২,৪৫৬)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৭৩১)	(১৫,০১০)	(১৩,৫৮০)	(১৫,৭৪১)	(২৩,৬৬৪)	(৪৭,০৯৮)
৫	মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য	(২৪৬)	(১৫,১৫৫)	(১২,৩৬৬)	(১৫,৪০১)	(২০,৮৫০)	(৪৪,৮৯৫)
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ₹২/-)	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)						২৮,৯২৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ₹২/-) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	ক) মৌলিক (₹)	(১.২৭)*	(২৬.৩০)*	(২৩.৮০)*	(২৭.৫৭)*	(৪১.৪৩)*	(৮২.৪১)
	খ) মিশ্রিত (₹)	(১.২৭)*	(২৬.৩০)*	(২৩.৮০)*	(২৭.৫৭)*	(৪১.৪৩)*	(৮২.৪১)

* বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং ৫২ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com, www.nseindia.com, এবং www.cse-india.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.simplexinfra.com -তেও পাওয়া যাবে।

খ) সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৫২(৪) -তে উল্লেখিত অন্যান্য দফার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-তে অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং কোম্পানিরত, আর তা অধিগম্য হবে যথাক্রমে www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com এবং www.simplexinfra.com -তে।

সিমপ্লেকস্ ইনফ্রাস্ট্রাকচারস্ লিমিটেড পক্ষে
এস. দত্ত
সম্পূর্ণ-সময়ের ডিরেক্টর এবং সি.এফ.ও.
DIN-00062827

কলকাতা
তারিখ: ১৪ নভেম্বর, ২০২৩

EMKAY CONSULTANTS LIMITED

CIN NO. L74140WB1990PLC050229
Regd Office : 5B, JUDGES COURT ,ROAD, ALIPORE HEIGHT, KOLKATA-700 027
Ph. No.033-24486060 **Email :** Email Id: support@emkayconsultants.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED AND HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2023

(In Rs.)

Particulars	Quarter ended 30.09.2023 Unaudited	Quarter ended 30.06.2023 Unaudited	Quarter ended 30.09.2022 Unaudited	Half Year ended 30.09.2023 Unaudited	Half Year ended 30.09.2022 Unaudited	Year ended 31.03.2023 Audited
Total Income from Continuing Operations	773,498.71	636,364.00	198,512.00	1,421,200.35	198,512.00	2,117,298.00
Profit [+]/Loss[-] from Operations before Exceptional items and Tax	(928,990.90)	(283,682.00)	(59,015.00)	(1,237,736.56)	(128,013.00)	(517,678.00)
Profit [+]/Loss[-] from Operations before tax from continuing operations	(928,990.90)	(283,682.00)	(59,015.00)	(1,237,736.56)	(128,013.00)	(517,678.00)
Profit [+]/Loss[-] from Operations before tax from continuing operations	(928,990.90)	(283,682.00)	(59,015.00)	(1,237,736.56)	(128,013.00)	(517,678.00)
Total Comprehensive income	(928,990.90)	(283,682.00)	(59,015.00)	(1,237,736.56)	(128,013.00)	(517,678.00)
Paid Up Equity Share Capital (Face Value of Rs 10/-)	30,004,000.00	30,004,000.00	30,004,000.00	30,004,000.00	30,004,000.00	30,004,000.00
Other Equity						
Earning Per Share of Rs 10/- each (not annualised) from	(0.310)	(0.095)	(0.020)	(0.413)	(0.043)	(0.171)
continuing and discontinuing operations Basic (Rs)	(0.310)	(0.095)	(0.020)	(0.413)	(0.043)	(0.171)
Diluted(Rs)	(0.310)	(0.095)	(0.020)	(0.413)	(0.043)	(0.171)

Notes:
1. The above unaudited financial results have been approved by Board of Directors at their meeting held on 15th November, 2023 after being reviewed by Audit Committee.
2. The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015. The full format of the results is also available on the company's website www.poddarprojects.com
3. The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS) prescribed under Companies (Indian Accounting Standard) Rules,2015 and relevant Amendment Rules issued thereunder.
4. Previous period figure have been re-grouped/re-classified,wherever necessary to confirm to current period's classification.

For and on behalf of the Board
Sd/-
Dipak Kumar Singh
(Chairman)
DIN : 00506236

Place : Kolkata
Date : 15th November, 2023

নজরে জনজাতি ভোটব্যাংক

ঝাড়খণ্ড সফরে বিরসা মুন্ডার জন্মদিনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

রাঁচি, ১৫ নভেম্বর: বিধানসভা ভোটের প্রচারের মধ্যেই বুধবার ঝাড়খণ্ডে বিরসা মুন্ডার জন্মস্থান উলিহাটু গ্রামে যান মোদি। বুধবার বিরসা মুন্ডার জন্মদিন। আর এদিনই ঝাড়খণ্ডের উলিহাটু গ্রামে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । সেখানে বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন তিনি। পাশাপাশি জনজাতি নেতার জন্মবার্ষিকীতে ঝাড়খণ্ড থেকেই 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'-র সূচনাও করেন প্রধানমন্ত্রী। পিছিয়ে পড়াদের জন্য ২৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন। কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য, এই প্রথম দেশের কোনও প্রধানমন্ত্রী বিরসা মুন্ডার জন্মস্থানে গেলেন। তবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই স্বাধীনতা সংগ্রামী জনজাতি নেতার জন্মদিনে ঝাড়খণ্ডের উলিহাটু গ্রামে গিয়েছেন। স্থাপন করেছেন সিধো-কানহো-বিরসা

বিশ্ববিদ্যালয়।

বিরসা মুন্ডা মেমোরিয়াল পার্কেও স্বাধীনতা সংগ্রামী জনজাতি নেতার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এছাড়াও এদিন 'ভগবান'কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন জনজাতি প্রতিনিধি দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এছাড়াও মোদির সফরসঙ্গী ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, ওম বিড়লা প্রমুখ। জনজাতি গৌরব দিবসের সকালে এক্স হ্যান্ডেলও বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মোদি। লেখেন, 'ভগবান বিরসা মুন্ডাজিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। জনজাতি গৌরব দিবসের বিশেষ দিনে দেশজুড়ে আমার পরিবারের সদস্যদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।'

এখন পাখির চোখ ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তেলঙ্গানার জনজাতি ভোটব্যাংক। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বুধবার ঝাড়খণ্ড থেকেই 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'-র সূচনা করেন মোদি। দু'মাস ধরে চলবে এই কর্মসূচি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে যেতে আড়াই লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতে তিন হাজার প্রচার রথ পৌঁছবে।

গুজরাতে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত ৪ সাফাই কর্মী

আমদাবাদ, ১৫ নভেম্বর: শীর্ষ আদালত ও কেন্দ্রের হাজারও নির্দেশিকার পরেও দেশে সাফাই কর্মীদের মৃত্যু অব্যাহত। এবার খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাতে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত্যু হল ৪ জন সাফাই কর্মীর। সুরাতের পলসানা-কাটোদরা রোডের কাছে একটি কারখানার নোংরা পরিষ্কার করতে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই সাফাই কর্মীদের।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কারখানার সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নোংরা পরিষ্কার করতে নেমে প্রথম দুই শ্রমিক বিষাক্ত গ্যাসে জ্ঞান হারান। তাঁদের উদ্ধার করতে নামেন আরও দুই শ্রমিক। ভিতরে নামতেই তাঁরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর উপস্থিত লোকজন চারজনকে কোনওভাবে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করেন। যদিও চিকিৎসকরা জানান, ইতিমধ্যে শ্রমিকদের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় থানার আধিকারিক জানান, মৃত চার শ্রমিক বিহারের বাসিন্দা। তাঁদের বিস্তারিত পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। জানা মাত্র খবর দেওয়া হবে পরিবারকে।

উল্লেখ্য, মানুষের দ্বারা সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার বন্ধের বিষয়ে আগেই নির্দেশিকা দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সব মহলের দাবি, এই কাজ অমানবিক। এর পরেও দেশজুড়ে তা অব্যাহত। সুরাতের ঘটনা তার সাম্প্রতিক উদাহরণ। ২০২২ সালের জুলাই মাসে সংসদে জমা দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে বিপজ্জনকভাবে কাজ করতে গিয়ে ৩৪৭ জন সাফাইকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং দিল্লিতেই ৪০ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই পরিস্থিতি বদলাতেই মাঝে মোটা অঙ্কের আর্থিক ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

দীপাবলির পর আবার কমছে দিল্লির বাতাসের গুণগত মান

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর: দীপাবলির পর বাতাসের গুণগত মান আবার কমতে শুরু করেছে রাজধানী দিল্লির। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (সিপিসিবি)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী সামগ্রিক ভাবে দিল্লির বাতাসের গুণগত মান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই) ৪০০-র কাছাকাছি রয়েছে। দীপাবলির বেশ কয়েক দিন আগে বাতাসের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু দীপাবলির পর আবার দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে দিল্লির অধিকাংশ এলাকায়। বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত দিল্লির আরকে পুরম এলাকায় বাতাসের গুণগত মান ৪১৭, আনন্দ বিহার এবং নারেলা এলাকায় একিউআই-এর মাত্রা ৪৩০, ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় বাতাসের গুণগত মান ৪০৩, পঞ্জাবি বাগ এলাকায় বাতাসের গুণগত মান ৪২৩।

গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির মুখ দেখেছিল দিল্লি। পরিবেশবিদেরা অনুমান করেছিলেন বৃষ্টি হলেই রাজধানীর বাতাসের গুণগত মান উন্নত হতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে দিল্লিতে বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর কিছুটা স্বস্তিও ফিরেছিল। দূষণের মাত্রায় বিশেষ হেরফের না হলেও বিষধোঁয়ার চাদর অনেকটা কেটে গিয়েছিল বলে দাবি করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু দীপাবলি উপলক্ষে শব্দবাজি এবং আতশবাজির ব্যবহার, যানবাহনের ধোঁয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাতাসের গুণগত মান কমে গিয়ে দূষণ পরিস্থিতি আবার 'ভয়াবহ' হয়ে উঠেছে দিল্লির।

গত ১৩ নভেম্বর থেকে দূষণ পরিস্থিতির কথা ভেবেই গাড়ির জোড়-বিজোড় নীতি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার। এই প্রসঙ্গে দিল্লি সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, বৃষ্টির ফলে রাজধানীতে বাতাসের গুণগত মানের উন্নতি হয়েছে। তাই এখনই এই পথে হাঁটছে না তারা। তবে পাশাপাশি তারা এটাও জানিয়েছে যে, দীপাবলির পর বাতাসের গুণগত মান কেমন থাকে সেই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে জোড়-বিজোড় নীতি চালু করা উচিত কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ড্রিলই করতে পারল না যন্ত্র, এখনও আটকে ৪০ শ্রমিক

সুড়ঙ্গ এলাকায় ছড়াল শ্রমিক বিক্ষোভ

দেরাদুন, ১৫ নভেম্বর: জোর ধাক্কা খেল উত্তরকাশীতে ধসে যাওয়া নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে পড়া শ্রমিককে উদ্ধারের প্রচেষ্টা। গত চারদিন ধরে ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে আছেন ৪০ জন শ্রমিক। প্রাথমিকভাবে, উদ্ধারকারীরা পরিকল্পনা করেছিলেন, ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে ড্রিল করে একটি অগার মেশিন দিয়ে ইস্পাতের পাইপ বসাবেন, সেই পাইপের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবেন আটকে পড়া শ্রমিকরা। কিন্তু, সেই পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি। এই পরিস্থিতিতে নয়া পরিকল্পনা করছে উদ্ধারকারীরা। এদিকে, চারদিন কেটে যাওয়ার পরও আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধার করতে না পারায়, নির্মাণ প্রকল্পে কর্মরত অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। বুধবার, ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে তাঁরা বিক্ষোভও দেখিয়েছেন।

উদ্ধারকাজের প্রথম দুই দিনে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করতে না পারায়, উদ্ধারকারীরা ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দিয়ে ৯০০ মিলিমিটারের একটি হালকা ইস্পাতের পাইপ দিয়ে একটি প্যাসেজ তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই প্যাসেজ দিয়ে আটকে থাকা কর্মীরা হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবেন বলে আশা করা হয়েছিল। এরজন্য দেরাদুন থেকে ড্রিল মেশিন আনা হয়েছিল। কিন্তু, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে সেই যন্ত্র ড্রিল করতে পারেনি। এরপরই দিল্লি থেকে আরও বড় যন্ত্রপাতি আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের ডিজিএম, ভূপেন্দ্র সিং বলেছেন, 'আমাদের দ্বিতীয় পরিকল্পনা হল, প্রথমে বায়ু, খাদ্য, ক্যামেরা এবং যোগাযোগের জন্য একটি ১২৫ মিলিমিটার দীর্ঘ পাইপ স্থাপন করা। এছাড়া, দিল্লি থেকে দুটি হারকিউলিস সি-১৩০ বিমানে করে, একটি আমেরিকায় তৈরি অত্যাধুনিক আগর যন্ত্র এবং ড্রাই ড্রিলিং যন্ত্র নিয়ে আসা হচ্ছে। মোট তিনবার যাতায়াত করে যন্ত্রাদিগুলি পৌঁছে দেবে বিমানদুটি। আমরা একপ্রকার নিশ্চিত, এই পরিকল্পনায় কাজ হবে। যদি না হয়, সেই ক্ষেত্রে পাইপ রুফ আম্ব্রেলা পদ্ধতিতে প্রচলিত পথে ড্রিল করা হবে। এই ক্ষেত্রে ধ্বংসাবসেষের মধ্য দিয়ে আমরা একটি সম্পূর্ণ সুড়ঙ্গ তৈরি করব। এই ক্ষেত্রে দিনে মাত্র ১০ মিটার করে ড্রিল করা যাবে। সব মিলিয়ে সময় লাগবে পাঁচ-ছয় দিন। তবে, আমাদের মনে হয় না, সেই পথে হাঁটতে হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেই কাজ হবে।'

এদিকে, চারদিন কেটে যাওয়ার পরও আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করতে না পারায়, হতাশ প্রকল্পের অন্যান্য শ্রমিকরা। মঙ্গলবার সুড়ঙ্গের কাছে নতুন করে ধস নেমেছিল। যার কারণে উদ্ধার প্রচেষ্টায় আরও দেরি হয়েছে। বুধবার, দুর্ঘটনাস্থলে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানের পাশাপাশি, বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। 'হামারে আদমি নিকালো', অর্থাৎ, আমাদের লোকজনদের উদ্ধার কর বলে, স্লোগান দেন তাঁরা।

দূষণের জেরে দিল্লি ছাড়লেন সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর: দীর্ঘ দিন ধরেই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা রয়েছে তাঁর। একাধিক বার করোনাতেও আক্রান্ত হয়েছেন। দুমাস আগেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। এদিকে দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি এখনও 'বিপজ্জনক'। এই অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শে দিল্লি ছেড়ে ভোটমুখী রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে গেলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি। দিল্লির ধুলো, ধোঁয়ায় অসুস্থতা বাড়তে পারে ৭৬ বছরের নেত্রীর, এমন আশঙ্কাতেই সিদ্ধান্ত।

বুধবার সকালেও দিল্লির বাতাসের গুণমান 'মারাত্মক' পর্যায়ে। আর কে পুরমের একিউআই ৪১৭, আনন্দ বিহারে তা ৪০৩, ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৪৩০। রাজধানীর অধিকাংশ এলাকাতে বাতাসের গুণমান ৪০০ বা তার বেশি। মাঝে বৃষ্টির পরে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও দীপাবলিতে বাজির দৌরাত্ম্যে ফের 'বিপজ্জনক' রাজধানীর দূষণ পরিস্থিতি। চিকিৎসকদের বক্তব্য, প্রবীণ, শিশু এবং অসুস্থদের এই পরিস্থিতি বড় বিপদের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

দলীয় সূত্রে খবর, এই অবস্থায় দিল্লি ছেড়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেত্রী। চিকিৎসকদের আশঙ্কা, ধোঁয়াশা এবং দূষিত বাতাসের কারণে সোনিয়ার বুকে ফের সংক্রমণ ছড়াতে পারে। বাড়তে পারে শ্বাসকষ্ট। ঝুঁকি না নিয়ে ভোটমুখী রাজস্থানের জয়পুরে গেলেন সোনিয়া। উল্লেখ্য, ২০২০ সালেও দূষণের কারণে চিকিৎসকদের পরামর্শে দিল্লি ছেড়ে গোয়ায় গিয়েছিলেন নেত্রী।

দিল্লির মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেশ কেজরিওয়ালের

কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর: কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন দিল্লির মুখ্যসচিব নরেশ কুমার। এই অভিযোগ তুলে রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনাকে একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার সকালে পেশ করা ওই রিপোর্টে নরেশকে সাসপেন্ড করার দাবি জানিয়ে সিবিআই ও ইডিকে তদন্তভার দেওয়ার আর্জিও জানিয়েছেন কেজরিওয়াল।

গত সপ্তাহ থেকেই বিতর্কে জড়িয়েছেন দিল্লির মুখ্যসচিব। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, জমি দুর্নীতিতে জড়ানোর। নিজের ছেলের সংস্থাকে একটি চুক্তিতে ৩১৩ কোটি টাকার মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছিল আগেই। তবে রিপোর্টে ওই অঙ্ক আরও বাড়িয়ে ৮৯৭ কোটি টাকার করা হয়েছে। কেজরিওয়ালের দপ্তরের তরফে মন্ত্রী আতিশির কাছে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়। সেই ৬৭০ পাতার রিপোর্ট জমা পড়ে মঙ্গলবার। রিপোর্টে ডিভিশনাল কমিশনার অশ্বিনী কুমারকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিও করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত নরেশ কুমার শুরুতে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। কিন্তু পরে তিনি দাবি করেন, তাঁর ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করতেই এই 'চক্রান্ত' করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, আবগারি দুর্নীতি মামলায় কোণঠাসা আপ। গ্রেপ্তার হয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দুর্নীতির 'কিং পিন' বলে খোঁচা দিচ্ছে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে এবার মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলল আপ প্রশাসন।

Abridged form of 3(Three) nos e-NIT

Circulation continue memo **no-259 (3)/Sar/2023 to 261(3)/ Sar/2023 dated-10.11.2023 for eNIT-08/ SAR/ 2023-24, eNIT-09/SAR/ 2023-24 & eNIT-10/SAR/2023-24.** Applications are hereby invited from intending bidders for 17(Seventeen) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **25.11.2023 at 1.00 PM.** Other details may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** & office Notice Board. (M) 9734013308

Sd/- Prodhan,
Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **বেলা ৩টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং তা **বেলা ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ টি-পিইউবি-জিআরসি-২০২৩-৩৭৭, তারিখ ঃ ১৪.১১.২০২৩।** **কাজের বিবরণঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার, গার্ডেনরীচ-এ নর্থ ও সাউথ কলোনিতে বর্তমান পুরানো/জীর্ণ জলসরবরাহের সি.আই. মেইন পাইপলাইনকে ডাক্টাইল আয়রণ পাইপলাইন-এ বদল এবং ৪টি ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক শক্তিশালীকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৭২,৩২,০৫৯.২১ টাকা। **বায়না মূল্য জমাঃ** ২,৮৬,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ১২.১২.২০২৩। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার সূচি-র পরিবর্তন, সংশোধনী, পরিবর্তন, যদি থাকে, শুধুমাত্র ই-টেন্ডার পোর্টালে পাওয়া যাবে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন- এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ অন্যান্য সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। হেল্প ডেস্ক যোগাযোগ নং ঃ ০৩৩-২৪৫০-৩৭৮৩। **(PR-819)**

BGVB
BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK
A GOVT. ENTERPRISE

HEAD OFFICE BMC HOUSE, NH-34, CHUANPUR,P.O: CHALTIA, BERHAMPUR,DIST: MURSHIDABAD, PIN- 742101

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ক্রমাঙ্ক সংখ্যা BGVB/HO/P&D/৪৮৩৯/২০২৩-২৪ তারিখ ১৪-ই নভেম্বর ২০২৩, অফিসিয়াল ডায়েরি এবং ক্যালেন্ডার -২০২৪ মুদ্রণ এবং সরবরাহের জন্য টেন্ডার জারি করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ব্যাঙ্ক -এর ওয়েবসাইট https://bgvb.in এ নোটিশ ও টেন্ডার বিভাগ দেখুন।
- মহাপ্রবন্ধক

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT

Sealed Tenders are being invited from the bidders w.r.t. NITs vide Memo **No. 329/XVFC- TIED/NIT_2ND CALL/RGP/2023 (Tender ID: 2023_ZPHD_604991_1 to 2023_ZPHD_604991_3 Dated-15/11/2023), Dated-14-11-2023 and Memo No. 330/XVFC-UNTIED/NIT_2ND CALL/RGP/2023 (Tender ID: 2023_ZPHD_604993_1 & 2023_ZPHD_604993_2, Dated-15/11/2023), Dated-14-11-2023.** Last date of tender dropping **23-11--2023 up to 09.00 A.M.** and opening date of the all tenders **28-11-2023 at 09.00 A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- PRADHAN
RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT

আমেরিকায় পৌঁছলেন চিনের প্রেসিডেন্ট জিনপিং

বেজিং, ১৫ নভেম্বর: যুদ্ধে বিপর্যস্ত ইউক্রেন। রক্তাক্ত ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন। কামানের গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠছে সুদান। গৃহযুদ্ধে জর্জর ইয়েমেনে শুধুই হাহাকার। বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত বেজে চলা রণদুন্দুভির কান ফাটানো আওয়াজের মাঝেই মঙ্গলবার আমেরিকায় পা রাখলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

এদিন সান ফ্রান্সিসস্কো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামে 'এয়ার চায়না'র বিশেষ বিমান। দরজা খুলতেই হাত নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে আসেন জিনপিং। তাঁকে স্বাগত জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি জেনেট ইয়েলেন, চিনে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত নিকোলাস বার্নস। তাঁদের সঙ্গে সৌজন্য আলাপের পর লাল পতাকা লাগানো চিনা হংকি বা লিমোজিন সদৃশ গাড়িতে চেপে শহরের উদ্দেশে রওনা দেন চিনা প্রেসিডেন্ট। মনে করা হচ্ছে, মানবাধিকার হনন, গণতন্ত্রের দমনের মতো বিষয়ে আমেরিকায় বিক্ষোভের মুখে পড়তে পারেন জিনপিং।

প্রসঙ্গত, শেষবার ২০১৭ সালে শেষবার আমেরিকা গিয়েছিলেন চিনের 'সর্বশক্তিমান' রাষ্ট্রপ্রধান। দুই দেশের মধ্যে চলা বাণিজ্য যুদ্ধের আবহে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। সেবারে ক্ষত মেরামত কতটা হয়েছিল তা তর্কসাপেক্ষ হলেও আধিপত্যের লড়াই আরও জটিল

মোড় নেয়।

হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, বুধবার সান ফ্রান্সিস্কোয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন শি। ইউক্রেন যুদ্ধ ও আরব-ইহুদি সংঘাতের আবহে এই আলোচনার দিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্ব। তারপর এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনোমিক কো-অপারেশন ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি। চারদিনের এই সফরে ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে চিনা প্রেসিডেন্টের।

উল্লেখ্য, ইউক্রেন যুদ্ধে ঠান্ডা লড়াইয়ের দুনিয়া কাঁপানো দিনগুলো ফিরেছে বলেই মত বিশ্লেষকদের। ঘনাচ্ছে পরমাণু যুদ্ধের মেঘও। জল্পনা আরও বাড়িয়ে কম্প্রিহেন্সিভ নিউক্লিয়ার টেস্ট ব্যান ট্রিটি বা সিটিবিটি চুক্তি থেকে সরে দাঁড়াতে চাইছে রাশিয়া। এই প্রেক্ষাপটে পরমাণু অস্ত্রে রাশ টানা নিয়েও আলোচনা হতে পারে শি ও বাইডেনের। একই সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধের প্রসঙ্গও উঠে আসতে পারে। বলে রাখা ভালো, ইউক্রেন সংঘাতে রাশিয়ার উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে আরও কাছাকাছি এসেছে মস্কো এবং বেজিং। এটা যে আমেরিকার না পসন্দ, তা স্পষ্ট করেছেন বাইডেন। চিনের অর্থনীতিতে আমেরিকা সহ পশ্চিমা শক্তিগুলোর অবদান উল্লেখ করে কার্যত বেজিংকে সতর্কবার্তাও দিয়েছেন তিনি। গত জুলাই মাসে একটি মার্কিন সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, আমেরিকা এবং পশ্চিমের দেশগুলির বিনিয়োগের উপর দাঁড়িয়ে আছে চিনের অর্থনীতি। এটা যেন তারা মনে রাখে।

বলে রাখা ভালো, হামাসকে মদত জোগাচ্ছে ইরান, চিন ও রাশিয়া। ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে মধ্যপ্রাচ্যে সেকেন্ড ফ্রন্ট খুলতে হামাসকে ব্যবহার করছে মস্কো। আমেরিকাকে চাপে ফেলে ইউক্রেনে কিছুটা চাপমুক্ত হওয়ার জন্যই এই ছক কষেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। লেবাননে ঘুঁটি সাজাচ্ছে ইরান। অন্যদিকে, তাইওয়ানের কাছে মহড়া চালিয়ে তৃতীয় ফ্রন্ট খোলার সম্ভাবনা জিইয়ে রেখেছে চিন। ইয়েমেন ও সিরিয়ায় হাউথিদের মদত দিচ্ছে ইরান। সব মিলিয়ে, আমেরিকাকে চক্রব্যূহে বিভ্রান্ত করে কোণঠাসা করার খেলায় মেতেছে ইরান-চিন-রাশিয়া অক্ষ। এই পরিস্থিতিতে জিনপিংয়ের এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

হাসপাতালের ভিতরে আটকে ২৩০০ রোগী, উদ্ধারে নামল ইজরায়েলি ট্যাংক

গাজা, ১৫ নভেম্বর: গাজার বৃহত্তম হাসপাতাল আল শিফায় ঢুকে পড়ল ইজরায়েলের ট্যাংক বাহিনী। এই মুহূর্তে সেখানে আটকে রয়েছেন বহু মুমূর্ষু রোগী। তালিকায় রয়েছে বহু শিশুও। উদ্বিগ্ন বিভিন্ন দেশের অনুরোধ উপেক্ষা করেই সেখানে হামাসকে উৎখাত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তেল আভিভ।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবারই আল শিফা হাসপাতালের কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়েছে ইজরায়েলি ট্যাংক। এই বিষয়ে গাজার এক স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, কয়েক ডজন ইজরায়েলি জওয়ান ও কমান্ডাররা হাসপাতালের এমার্জেন্সি ও রিসেপসন বিল্ডিংয়ে ঢুকে গিয়েছে। এই মুহূর্তে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই হাসপাতাল। ইজরায়েলের অভিযোগ, আল শিফাকে হামাস তাদের অন্যতম কমান্ড সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করছে। তাই জেহাদিদের হাত থেকে হাসপাতালকে মুক্ত করতে তীব্র সংঘাত চালাচ্ছে ইজরায়েল। রাষ্ট্রসংঘের তরফে অনুমান করা হচ্ছে হাসপাতালের ভিতরে আটকে রয়েছেন অন্তত ২৩০০ রোগী।

গত কয়েক দিনে লাগাতার বোমাবর্ষণ, আকাশপথে হামলা, গুলি-গ্রেনেডে জর্জরিত হয়ে রয়েছে গাজার এই বৃহত্তম হাসপাতাল। এর মধ্যেই হাসপাতালে অভিযান শুরু করে ইজরায়েলের ফৌজ। তোপ উঁচিয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ইজরায়েলি মারকেভা ট্যাংক। হাসপাতালে লুকিয়ে থাকা হামাস জঙ্গিদের আত্মসমর্পণের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এ নিয়ে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের তরফে জানানো হয়, হাসপাতালে 'সামরিক কার্যকলাপ' বন্ধ করতে ১২ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা বন্ধ হয়নি।

আরব-ইহুদি এই সংঘাতে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন হাসপাতালের ভিতরে আটকে পড়া রোগী ও ডাক্তার-সহ হাসপাতালের কর্মীরা। যুদ্ধের বলি নিষ্পাপ শিশুরা। এনিয়ে আল শিফা হাসপাতালের প্রধান জানিয়েছেন, জ্বালানির অভাবে হাসপাতালের বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল সাত শিশু-সহ ২৯ জন রোগী। তাই সব কিছু ছাপিয়ে বর্তমানে গোটা বিশ্বের কাছে উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে, তা হল গাজার হাসপাতালগুলোর দূরবস্থা। বিশেষ করে আল শিফা।

ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাকিস্তান, কম্পনের মাত্রা ৫.২

ইসলামাবাদ, ১৫ নভেম্বর: বুধবার ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাকিস্তান। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.২। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার ভোর ৫টা ৩৫মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় পাকিস্তানে। কম্পনের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৮ কিলোমিটার গভীরে। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। চলতি মাসের ১১ তারিখও ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে পাকিস্তানের মাটি। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.১। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়, সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে কেঁপে ওঠে পাকিস্তান। কম্পনের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে।

TENDER NOTICE

Sealed tender are invited by Air Officer Commanding, Air Force Station, Kalaikunda for allotment of following Regimental shops/ Vendor services on contract basis inside the Air Force camp area for the year 2023-2024.

Shops	Area	No.of Shops	Shops	Area	No.of Shops
Regimental shops			Alfred Cooke Café	Camp-I	01
Cycle repairing	Camp-I	0 1	Sweets & Snacks	Camp-II	01
Grinder/ Atta Chakki	Camp-I	0 1	Market Haat	Camp-II	01
Gift & Variety	Camp-I	0 1	General Store	Camp-II	01
Readymade cloth	Camp-I	0 1	Vegetable Shop	SV	01
HQ Cafeteria	Camp-I	0 1	Ladies Tailoring	SV	01
Tea Stall	Camp-I	0 1	Stationary Shop	SV	01
Vegetable & Fruit	Camp-I	0 1	Barber Shop	SV	01
Electrical Repair	Camp-I	0 1	Electrical repair	SV	01
Barber Shop	Camp-I	0 1	Mochi Shop	SV	01
Tailoring -A	Camp-I	0 1	Fruit & Juice Shop	SV	01
Tailoring -B	Camp-I	01	Cycle repairing	SV	01
Laundry/Dry Cleaner	Camp-I	0 1	Tailoring	SV	01
Station Bakery	Camp-I	0 1	**Vendor Services: Camp Area**		
South Indian	Camp-I	0 1	Newspaper		01
Chola Bhatura	Camp-I	0 1	Scrap Items		01
Flower Shop	Camp-I	01			

Terms & Conditions: Mentioned in Tender Form

Tender forms will be issued from Service Institute Fund on all working days between **1000 hrs** to **1300 hrs** from **16 November 2023** to **30 November 2023** @ Rs. **200/-** (Non-refundable) and Rs. **5000/-** for Earnest Money (refundable). Sealed tenders duly filled and signed are to be dropped in the Tender Box kept at Sub Guard Room (Main Gate) at Air Force Station Kalaikunda by **1000 hrs** on **30 November 2023. Tenders will be opened at 1100 hrs on 30 November 2023.**

Preference will be given to war/ widows of defence personnel martyred on duty/ disabled soldiers/ Ex-servicemen and spouses/ widows of Ex-Servicemen.

আপ্লুত ঈশ্বরের 'বিরাট' বরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইডেন গার্ডেনে ৩৫তম জন্মদিনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শচীন ৪৯ ওয়ানডে শতকের রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন বিরাট কোহলি। এরপর শচীনকে ছাড়িয়ে শতকের অর্ধশতক পাওয়া ছিল শুধুই সময়ের ব্যাপার। কোন মুহূর্তটিকে কোহলি শেষ পর্যন্ত রাঙাবেন, সেটিই ছিল দেখার অপেক্ষা।

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পরের ম্যাচে অর্ধশতক করে আউট হওয়ার পর সবার দৃষ্টি তাক করা ছিল ওয়াংখেড়ের সেমিফাইনালের দিকে। সবার একটাই কৌতূহল, কোহলি কি পারবেন ওয়াংখেড়েকে উচ্ছ্বাসে ভাসাতে? তার ওপর বড় মঞ্চে জ্বলে উঠতে না পারার দুর্নামও ঘোচানোর অপেক্ষা তো আছেই।

কোহলিও যেন মাইলফলক গড়তে পাখির চোখ করেছিলেন এই ম্যাচকে। ৯০ পেরোনোর পর স্নায়ুচাপটুকু বাদ দিলে পুরো ইনিংসটি খেলেছেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। ৪২তম ওভারে শতকে পৌঁছেই মেতে ওঠেন আবেগপ্রবণ উদযাপনে। লাফিয়ে উঠেছেন, হাঁটু গেড়ে বসেছেন। তারপর দাঁড়িয়ে উড়ন্ত চুমু বিনিময় করেছেন গ্যালারিতে উপস্থিত স্ত্রী আনুশকা শর্মার সঙ্গে। রেকর্ড গড়ার আনন্দটা যেন শরীর,মন সবটা দিয়েই উপভোগ করলেন কোহলি।

গ্যালারির এক অংশে ছিলেন যাঁর রেকর্ড ভেঙেছেন, সেই টেন্ডুলকারও। গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে নিজের রেকর্ড ভাঙার মুহূর্তটা উপভোগ করেছেন কিংবদন্তি টেন্ডুলকারও। হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানিয়েছেন কোহলিকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোহলিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট দিতেও দেরি করলেন না মাস্টার ব্লাস্টার। শুধু টেন্ডুলকারই নন, ক্রিকেট,বিশ্বের সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটারদের অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন কোহলিকে।

ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে শচীন লিখেছেন, 'প্রথমবার আমি যখন তোমাকে ড্রেসিংরুমে দেখেছি, আমার পা ছোঁয়া নিয়ে সবাই তোমার সঙ্গে মজা করছিল। সেদিন আমি হাসি থামাতে পারিনি। কিন্তু দ্রুতই নিজের দক্ষতা ও আবেগ দিয়ে তুমি আমার হৃদয় ছুঁয়েছ। আমি খুবই আনন্দিত যে তরুণ সেই ছেলে এখন তবিরাটদ খেলোয়াড়ে রূপান্তরিত হয়েছে।'

এরপর নিজের রেকর্ড ভাঙা নিয়ে শচীন আরও লিখেছেন, 'একজন ভারতীয় আমার রেকর্ড ভেঙেছে, এর চেয়ে আনন্দের কিছু আর হতে পারে না। আর এত বড় মঞ্চে, বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আমার নিজের মাঠে সেটি করতে পারা যেন আইসিং অন দ্য কেক।'

কোহলির সেঞ্চুরি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক মাইকেল ভনও। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'অবিশ্বাস্য কিছু দেখার জন্য মুম্বাইয়ে উপস্থিত থাকতে পারা বিশেষ কিছু। বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল। হিরো শচীন টেন্ডুলকার স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে দেখছেন এবং কোহলি এর মধ্যেই তার ৫০তম শতকটা করলেন। নিশ্চিতভাবেই সর্বকালের সেরা ওয়ানডে খেলোয়াড়।'

পাকিস্তানের অলরাউন্ডার শোয়েব মালিক লিখেছেন, 'কুর্নিশ নাও বিরাট! দারুণ মাইলফলক। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের চেয়ে ভালো কোনো উপলক্ষ আর হতে পারত না। খেলাটির প্রতি তোমার প্রতিশ্রুতি ও নিবেদন তোমাকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সফলতার সবটুকু তোমার প্রাপ্য।'

সবাই এই মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন জানিয়ে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার সুরেশ রায়না লিখেছেন, 'এটা সেই মুহূর্ত, আমরা সবাই যার অপেক্ষায় ছিলাম। মায়েস্ত্রো বিরাট কোহলি আরেকটি অসাধারণ শতক পেয়েছে এবং ওয়ানডে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি শতকের মাইলফলকটি অর্জন করেছে।'

বাংলাদেশের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম কোহলির শতক উদযাপনের ছবি দিয়ে লিখেছেন, 'যে কারণে গোট (গ্রেটেস্ট অব অল টাইম)।' বাংলাদেশের আরেক ব্যাটসম্যান লিটন দাস লিখেছেন, 'অভিনন্দন বিরাট। ৫০তম শতক। অবিশ্বাস্য অর্জন।'

ভারতের সাবেক ফাস্ট বোলার ইরফান পাঠান লিখেছেন, 'বিরাট কোহলি ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রণকক্ষ।' আর সাবেক স্পিনার হরভজন সিং লিখেছেন, 'বাধা অতিক্রম করে নতুন করে রেকর্ড লেখা হলো। বিরাট কোহলি এখন প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ৫০ শতকের মাইলফলক অর্জন করলেন।'

গ্যালারিতে ফুটবলের তারকা বেকহ্যাম, পাশে ক্রিকেট দেবতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়াংখেড়েতে ভারত-নিউ জল্যান্ড সেমিফাইনাল ম্যাচ দেখতে এসেছেন ডেভিড বেকহ্যাম। সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে রয়েছেন তিনি। দুই দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা গেল বেকহ্যামকে। সচিন এবং বেকহ্যাম একসঙ্গে মাঠে নামেন। তার পর দুই দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলান।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফুটবলার বেকহ্যাম বুধবার ক্রিকেট বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল দেখতে এসেছেন ইউনিসেফের দূত হিসাবে। বেকহ্যাম মানেই বাঁকানো শটে গোল আর সচিন মানে নিখুঁত স্ট্রেট ড্রাইভ। এক জনের পায়ে বল পড়লে ভয় পেতেন ডিফেন্ডারেরা। আর সচিন ব্যাট করতে নামা মানে বোলারদের ঘুম উড়ে যাওয়া। দুই ভিন্ন খেলার দুই অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ওয়াংখেড়েতে একসঙ্গে।

জাতীয় সঙ্গীতের সময় বেকহ্যাম এবং সচিনকে দেখা গেল বাউন্ডারিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বেকহ্যামের দেশ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি ঠিকই। কিন্তু ইংরেজ ফুটবলার চলে এসেছেন ক্রিকেটের সেমিফাইনাল দেখতে।

২০১১ সালে ওয়াংখেড়ের মাঠেই বিশ্বকাপ জিতেছিল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির ভারত। সেই মাঠেই ১২ বছর পর সেমিফাইনাল খেলতে নেমেছেন রোহিত শর্মারা। চার বছর আগে নিউ জল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল ভারতকে। সেই ম্যাচের বদলা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে তাদের।

পাকিস্তানের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন বাবর আজম

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্ট, ওয়ানডে ও টি,টোয়েন্টি; তিন সংস্করণ থেকেই পাকিস্তানের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছেন বাবর আজম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বার্তায় তিনি এই ঘোষণা দেন।

পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার আগে পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফের সঙ্গে দেখা করেন বাবর। নেতৃত্ব ছাড়লেও তিন সংস্করণেই খেলা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন ২৯ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান।

বাবরকে সাদা বল ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল ২০১৯ সালে। টেস্টের দায়িত্ব পান ২০২০ সালে। চার বছর ধরে অধিনায়কত্ব করলেও তাঁর নেতৃত্বে অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা গেছে সাবেক ক্রিকেটারদের। এ সময়ে পাকিস্তান কোনো আইসিসির টুর্নামেন্টও জেতেনি। এ বছর ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর দল হিসেবে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু ৯ ম্যাচের পাঁচটিতে হেরে লিগ পর্ব থেকেই পাকিস্তানকে বিদায় নিতে হয়।

টুর্নামেন্টে বাবরও নিজের মান অনুযায়ী খেলতে পারেননি। র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলতে নেমে কোনো শতক পাননি, ৯ ইনিংসে ৪০ গড়ে করেন ৩২০ রান। দলের নেতৃত্ব বাবরের ব্যাটেও ছাপ ফেলেছে বলে সমালোচনা আরও জোরালো হয়।

এ সব নিয়ে নানা আলোচনার মধ্যে বুধবার পিসিবি চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে যান বাবর। পাকিস্তানের জিও সুপার জানায়, বাবরকে শুধু টেস্ট অধিনায়কত্ব রেখে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ছেড়ে দিতে বলা হয়। কিন্তু এই প্রস্তাবে তিনি রাজি হননি।

পিসিবি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইনস্টাগ্রামে পদত্যাগ-বার্তা পোস্ট করেন বাবর। সেখানে চার বছরের অধিনায়কত্বের প্রসঙ্গ তুলে ধরা তিনি লিখেছেন, 'এ সময়ে আমি মাঠ ও মাঠের বাইরে নানা উত্থান-পতনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি। তবে সব সময়ই ক্রিকেট বিশ্বে পাকিস্তানের গৌরব ও সম্মান বজায় রাখার দিকে লক্ষ্য রেখেছি।'

খেলোয়াড়, কোচ ও ম্যানেজমেন্টের সমন্বিত অবদানে পাকিস্তান তাঁর নেতৃত্ব সাদা বল ক্রিকেটে এক নম্বর দল হওয়ায় এবং সমর্থন জোগানোয় সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান বাবর।

পদত্যাগের ঘোষণা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'আজ আমি পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসেবে সব সংস্করণ থেকে পদত্যাগ করছি। এটা কঠিন সিদ্ধান্ত, তবে আমার মনে হয় এটাই সঠিক সময়।' নতুন অধিনায়ককে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়ে তিন সংস্করণে খেলা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানান বাবর।

জিও সুপার জানিয়েছে, পাকিস্তানের পরবর্তী টেস্ট সিরিজে অধিনায়ক হতে পারেন শান মাসুদ, টি-টোয়েন্টির দায়িত্ব পেতে পারেন শাহিন আফ্রিদি।

প্রজ্ঞানন্দ, বিদিত, বৈশালীকে ২ কোটি আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এআইসিএফের

নয়া দিল্লি: অল ইন্ডিয়া চেজ ফেডারেশন বা এআইসিএফ ভারতীয় দাবাকে এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় নিয়ে যেতে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিল। গত তিন বছরে ভারতীয় দাবায় ব্যাপক সংস্কার হয়েছে। আর এই সংস্কার এসেছে ওভার দ্য বোর্ড প্লে থেকে শুরু করে প্রতিযোগিতাগুলির অবাধ আয়োজন পর্যন্ত। এই সব ঘটনাই ভারতীয় দাবার সর্বক্ষেত্রে সাফল্যের প্রতীক।

এদিকে সম্প্রতি চেন্নাইয়ে দাবা অলিম্পিয়াডের সফল আয়োজনও এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, যা বিশ্ব মঞ্চে ভারতের উপস্থিতিকে আরও সুদৃঢ় করেছে। এর পাশাপাশি কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দের ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত মুষ্টিমেয় ভারতীয় দাবা খেলোয়াড়রা ভারতীয় দাবার এই সাফল্যের মশালকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, যা আন্তর্জাতিক দাবায় ভারতকে এক নয়া উচ্চতা দিচ্ছে।

এই পদক্ষেপের মধ্যে গ্র্যান্ডমাস্টার আর প্রজ্ঞানন্দ, গ্র্যান্ডমাস্টার বিদিত গুজরাতি এবং আন্তর্জাতিক মাস্টার বৈশালীর জন্য ২ কোটি টাকা অর্থাৎ (২৪০৪৫৯ মার্কিন ডলার) আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এআইসিএফের তরফ থেকে।

ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে সুখবর দিলেন অজি অধিনায়ক কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইডেন গার্ডেনে সংবাদ সম্মেলনের শেষ দিকে প্রশ্নটা হলো গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে। এক সাংবাদিক বললেন, 'আমরা কিছুক্ষণ আগে জেনেছি, সতর্কতা হিসেবে ম্যাক্সওয়েলের স্ক্যান করানো হয়েছে। এটা কেন এবং তিনি কেমন আছেন, জানাতে পারেন?'

মনোযোগী শ্রোতার ভূমিকায় থাকা প্যাট কামিন্স প্রশ্নটি শুনেই নড়েচড়ে বসলেন। তবে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়কের কথায় দলটির সমর্থকেরা আশস্তই হবেন।

কলকাতার ইডেন গার্ডেনে আজ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া। এই ম্যাচ সামনে রেখে ম্যাক্সওয়েলের ফিটনেস আলোচনায় উঠে আসাই স্বাভাবিক।

গত সপ্তাহে বিশ্বকাপের লিগ পর্বে আফগানিস্তানের বিপক্ষে পায়ে ক্র্যাম্প (মাংশপেশিতে টান) নিয়ে মহাকাব্যিক দ্বিশতক করেছিলেন ম্যাক্সওয়েল। এরপর বিশ্রাম নিলেও ৩৫ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যথা অনুভব করছিলেন বলে জানিয়েছে সিডনি মর্নিং হেরাল্ড। তবে অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যমটি এ,ও জানিয়েছে যে স্ক্যানের পরই বোঝা গেছে, ম্যাক্সওয়েল সেমিফাইনাল খেলার জন্য ফিট।

সংবাদ সম্মেলনে কামিন্সও সে কথাই বললেন, 'ম্যাক্সি (ম্যাক্সওয়েল) ভালো আছে, খেলার জন্য প্রস্তুত। এটা (স্ক্যান) সতর্কতা হিসেবে করা হয়েছিল। গতকালও সে ব্যথা অনুভব করেছে। কোনো সমস্যা আছে কি না, সেটা জানতেই স্ক্যান করানো হয়েছিল। কারণ, আমরা কিসের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, সেটা জানি। সৌভাগ্যজনকভাবে সে ফিট হয়ে উঠেছে।'

ম্যাক্সওয়েল সর্বশেষ মাঠে নেমেছেন আফগানিস্তানের বিপক্ষে। সেই ম্যাচে তাঁর দ্বিশতক এখনো অনেকের চোখে ভেসে আছে। ২৯১ রান তাড়া করতে নেমে ৯১ রানে ৭ উইকেট হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ম্যাক্সওয়েল এই পরিস্থিতিতে দ্বিশতক করে অবিশ্বাস্য জয় এনে দেন।

এমন একটি ইনিংস সেমিফাইনালের প্রেরণা কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে কামিন্স বলেছেন, 'অবশ্যই। আমি মনে করি, এটা যেকোনো মুহূর্তের (প্রেরণা)। সর্বশেষ ম্যাচে (বাংলাদেশের বিপক্ষে) মিচেল মার্শের ১৭০ রানের আশপাশের ইনিংসটিও একই রকম। তবে ম্যাক্সওয়েলের ইনিংসটি আলাদা কিছু। কারণ, ম্যাচ যখন প্রায় মুঠো থেকে ফসকে গেছে, তখন আমাদের একজন দাঁড়িয়ে জয়ের রাস্তা বের করেছে। এতে দলের সামর্থ্য আরও বেড়েছে। কারণ, দলে ম্যাক্সওয়েলের মতো কেউ থাকলে যেকোনো জায়গা থেকে ম্যাচ জেতা যাবে;এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। সে একজন মহাতারকা। যেকোনো অবস্থা থেকে ম্যাচ জেতাতে পারে। আমি খুশি যে সে আমাদের দলের খেলোয়াড়।'

হরভজনের প্রশ্ন, ইনজামাম 'কোন নেশা পান করে'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের কথার লড়াই যেন থামার নয়!

এবারের পর্ব অবশ্য ক্রিকেট নিয়ে নয়, বরং ধর্মের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে। পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার ইনজামাম-উল-হক এক ভিডিওতে দাবি করেছিলেন, ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং মাওলানা তারিক জামিলের কথা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এমনকি তারিক জামিলের কথা অনুসরণ করার ইচ্ছাও নাকি জানিয়েছিলেন হরভজন। ইনজামামের এমন বক্তব্যের ভিডিও খুব দ্রুতই ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

আর সেই ভিডিও হরভজনের চোখে পড়ার পর তিনি ইনজামামকে ধুয়ে দিয়েছেন। এমনকি 'কোন নেশা পান করে এমন কথা বলছে' ইনজামামকে সেই প্রশ্নও ছুড়ে দিয়েছেন হরভজন।

এবারের বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তান দলের প্রধান নির্বাচক ছিলেন ইনজামাম। দলের ব্যর্থতা ও বিতর্কে জড়িয়ে বিশ্বকাপের মাঝপথেই সে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) নিবন্ধিত একটি খেলোয়াড়দের ব্যবস্থাপনা কোম্পানিতে তাঁর শেয়ার আছে এবং সে কারণে দলে খেলোয়াড় নির্বাচনে স্বার্থের সংঘাত তৈরি হয়েছে;ইনজামামের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমে এমন অভিযোগ ওঠার পর পিসিবি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। স্বাধীন তদন্তের সুযোগ করে দিতে প্রধান নির্বাচকের পদ ছেড়েছিলেন ইনজামাম। পাকিস্তানে নানা সমালোচনায় এমনিতেই চাপে আছেন ইনজামাম। পাকিস্তান কিংবদন্তি এরই মধ্যে জড়ালেন এই নতুন বিতর্কে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে ইনজামামকে বলতে শোনা যায়, 'আমাদের একটা রুম ছিল, যেখানে আমরা নামাজ পড়তাম। মাওলানা তারিক জামিল মাঝেমধ্যে আসত, নামাজ পড়াত। কিছুদিন পর ইরফান পাঠান, মোহাম্মদ কাইফ ও জহির খানও আসা শুরু করে। আরও চার ভারতীয় ক্রিকেটার সেখানে আসত, আমাদের দেখত। হরভজন আসলে জানত না, তারিক জামিল মাওলানা ছিল।'

ইনজামাম দাবি করেন হরভজন নাকি তাঁকে বলেছেন, 'আমি এই লোকে মুগ্ধ ও তাঁর কথা মেনে চলতে চাই। আপনাকে (ইনজামামকে) দেখে যদিও আগ্রহ চলে যায়।'

ভারতের সাবেক স্পিনার হরভজন পুরো বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। ক্ষিপ্ত হরভজন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, 'সে কোন নেশা পান করে এমন কথা বলছে? আমি একজন গর্বিত ভারতীয় ও শিখ। লোকে যা খুশি তা,ই বলে।'

ভারত জাতীয় দলের সঙ্গে বেশ কয়েকবার পাকিস্তান সফরে গিয়েছেন হরভজন। পাকিস্তানের সাবেক পেসার শোয়েব আখতারের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বও আছে তাঁর। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এর আগে যুক্তি-তর্কও হয়েছে দুজনের। এ বছর লিজেন্ডস লিগ ক্রিকেটে দেখা হয়েছিল দুই সাবেক ক্রিকেটারের। সেখানে তাঁরা অতীতের স্মরণীয় কিছু মুহূর্ত নিয়েও কথা বলেন।

পিচ বদলানোর অভিযোগ নিয়ে আইসিসিতে ভরসা কামিন্সের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সংবাদ সম্মেলনে কামিন্সের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, মেইল অনলাইনের প্রতিবেদন তাঁর চোখে পড়েছে কি না? কোন পিচে খেলা হবে;এ বিষয়ে আইসিসির সিদ্ধান্তে ভারতের প্রভাব থাকতে পারে কি না আর এ বিষয়ে তাঁর কোনো উদ্বেগের জায়গা আছে কি না? কামিন্সের উত্তর, 'হ্যাঁ, আমি দেখেছি। অবশ্যই আইসিসির স্বাধীন পিচ কিউরেটর আছে, যে পুরো বিষয়টা দেখভাল করে। আমি নিশ্চিত, পিচ যেন কোনো দলকে বাড়তি সুবিধা না দেয়, সেটা তারা নিশ্চিত করবে। তবে এখন পর্যন্ত (বিশ্বকাপে) যতগুলো ম্যাচ খেলেছি, কোনো সমস্যা লক্ষ করিনি।'

আইসিসির এই ইভেন্টে উইকেট প্রস্তুত করা হয়েছে সংস্থাটির কনসালট্যান্ট অ্যান্ডি অ্যাটকিনসনের তত্ত্বাবধানে। কোন ম্যাচ কোন উইকেটে খেলা হবে, এ বিষয়ে আয়োজক দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আগেভাগেই সবকিছু চূড়ান্ত করে রেখেছিলেন অ্যাটকিনসন। কিন্তু মেইল অনলাইন প্রতিবেদনে দাবি করেছে, টুর্নামেন্ট এগিয়ে চলার সঙ্গে অ্যাটকিনসনের সঙ্গে সেই চুক্তিকে আর পাত্তা দেওয়া হয়নি। ভারত-নিউজিল্যান্ড আজকের সেমিফাইনাল ম্যাচটি এমন উইকেটে খেলা হবে, যেখানে এর আগে দুটি ম্যাচ হয়েছে। ভারতের স্পিনারেরা যেন সাহায্য পান, সে জন্যই এমন ব্যবস্থা বলে দাবি করেছে সংবাদমাধ্যমটি।

ভাবত-নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনাল ম্যাচের জন্য ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ৭ নম্বর উইকেট পূর্বনির্ধারিত ছিল। লিগ পর্বে এ মাঠে অনুষ্ঠিত চার ম্যাচের একটিও ৭ নম্বর উইকেটে খেলা হয়নি। সংবাদমাধ্যমটি দাবি করেছে, আইসিসি ও বিসিসিআইয়ের ৫০ জনের বেশি অফিশিয়ালের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের খুদে বার্তা থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে, প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ ৭ নম্বর উইকেট থেকে সরিয়ে ৬ নম্বর উইকেটে স্থানান্তর করা হয়েছে। লিগ পর্বে এই উইকেটে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিফাইনাল ম্যাচের উইকেট পাল্টানো নিয়ে অ্যাটকিনসনকে পরিষ্কার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

ম্যাচ শুরুর আগে ধারাভাষ্যকার দিনেশ কার্তিকও বলেছেন, ৬ নম্বর উইকেটেই ম্যাচ হচ্ছে। এই উইকেটে স্পিনাররা বাড়তি সুবিধা পাবেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**